আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নী আওয়াজ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

অস্টম সংখ্যা , জানুয়ারী ২০১৪

Pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক
মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারী - ২০১৪

-ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব - হাওড়া
মুফতী মোখতার আহমাদ সাহেব - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা
মুফতী নূর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাম্বিবী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মরণের পরে আউলিয়ায় কিরাম	২
২। হানাফীদের জন্য সুসংবাদ	৪
৩। আমার হিজায সফর	৬
৪। নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	৮
৫। আমার স্নেহের তরুণ যুবক!	৯
৬। ফাতাওয়া বিভাগ	১১
৭। খানকায়ী পীরদের প্রতি	১৭
৮। আমরা মুকাল্লিদ কেন?	১৯
৯। মুহার্রমের মাতম	২০
১০। শ্রদ্ধেয় ইমামগণ!	২১
১১। ইসলামের চারটি মাজহাব	২২
১২। অখণ্ড ভারত হানাফী	২৪

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
Website - www.sunnijagaran.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

মরণের পরে আউলিয়ায় কিরাম

বিলায়েত হইল নবুওয়াতের ছায়া। যেমন - নবীগন, বিশেষ করিয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মরণের পরে অমর, তেমনই ওলীগনও মরণের পরে অমর। আলেম উলামা ও ওলী আউলিয়া হইলেন হুজূর পাকের নায়েব বা প্রতিনিধি। উলামায় কিরাম মানুষকে শরীয়তের উপরে চালাইয়া থাকেন এবং আউলিয়ায় কিরাম মানুষকে চালাইয়া থাকেন তরীকাতের উপরে। হুজূর পাকের পবিত্র দ্বীন এই দুই শ্রেণীর দ্বারায় দুনিয়াতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। বর্তমানে এক শ্রেণীর মানুষ আউলিয়ায় কিরাম দিগের থেকে মুখ ফিরাইয়া নিয়া রহিয়াছে। ইহাদের ধারনায় মরনের পরে সবার অবস্থা সাধারণ মানুষদের ন্যায়। এইজন্য এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আমাদের খুব কাছাকাছি জামানার চারজন জগত বিখ্যাত আলেম ও ওলীদিগের অবস্থার উপরে আলোকপাত করিব যে, মরণের পরে ওলীগন অমর হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা মানুষের ফায়েজ প্রদান করিতে পারেন।

সাদরুল আফাজিল

আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দুনিয়া সাদরুল আফাজিল বলিয়া চিনিয়া থাকে। ইনি হইলেন ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর বিদওয়ানের সুযোগ্য খলীফা। আজ সাদরুল আফাজিলকে মানুষ খুব চিনিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, বর্তমানে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার কোরয়ান পাকের তরজমা 'কানযুল ঈমান' প্রায় ঘরে ঘরে পৌছিয়া গিয়াছে। এই কানযুল ঈমানের পাশে যে তাফসীরটি রহিয়াছে তাহা হইল 'খাযাইনুল ইরফান'। এই খাযাইনুল ইরফানের লেখক হইলেন সাদরুল আফাজিল সাইয়েদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান। সাদরুল আফাজিল ছোট বড় অনেক কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। আল হামদু লিল্লাহ! আমি তাঁহার একখানা ছোট কিতাব 'কাশফুল হিজাব' কে বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। যাইহোক, এখন তাঁহার একটি কারামাতের কথা বলিতেছি।

হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি ছিলেন সাদরুল আফাজিলের মুরীদ। তিনি বলিয়াছেন, আমি হজ করিতে গিয়া হজের কাজ সমাপ্ত করিবার পরে মদীনা শরীফে পৌছিয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে সালাম পেশ করিবার সময়ে দেখিতেছি যে, অদুরে দাড়াইয়া আমার মুর্শিদ নইমুদ্দীন মুরাদাবাদীও হুজূর পাকের দরবারে সালাম পাঠ করিতেছেন। আমি ভাবিয়া নিলাম যে, হজরতও হজ করিতে আসিয়াছেন। আমি সালাম পাঠ করিবার পরে দরবার থেকে বাহির হইয়া বহু খোঁজা খুঁজি করিবার পরেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। হিন্দুস্তানী উলামায় কিরামগন প্রায় সবাই মদীনা মুনাওয়ারাতে মাওলানা যিয়াউদ্দীন মাদানীর বাড়িতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। এই ধারণায় আমি সেখানে পৌছিয়া খোঁজ খবর নেওয়ার পরেও কাহার কাছ থেকে কোন প্রকার সন্ধান পাই নাই। আমি খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম যে, হজরত কোথায় রহিয়াছেন! পরে দেশে ফিরিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি অমুক দিন অমুক সময়ে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহ! আমি দিন ও সময় মিলাইয়া দেখিলাম যে, যে সময়ে আমি হজরতকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে সালাম পেশ করিতে দেখিয়াছি ঠিক সেই সময়ে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। আহ! যিনি যে দরবারের আশিক ছিলেন তিনি মরণের পরে মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সেই দরবারে হাজিরী দিয়াছেন। (ফায়যানে সুন্নাত ২০৬ পৃষ্ঠা) বাংলার মানুষের জন্য আজ আনন্দের বিষয় যে, সাদরুল আফাজিলের নাওয়াসাগন বাংলার জমীনে বীরভূমের দুবরাজপুর ইসলামপুরে খানকায়ে নঈমীয়াতে বসিয়া দ্বীনের কাজ করিয়া চলিয়াছেন।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

হাকীমুল উম্মাত

মুফতী আহমাদ ইয়ার আলী খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান হইলেন সাদরুল আফাযিলের মুরীদ। জগত মুফতী সাহেবকে হাকীমুল উম্মাত বলিয়া স্মরন করিয়া থাকে। হাকীমুল উম্মাতের পরিচয় হইল তিনি আ'লা হজরতের পরে আহলে সুন্নাতের সবচাইতে বড় লেখক। তাফসীরে নঈমীয়া তাঁহারই লেখা। উর্দু ভাষায় এতবড় তাফসীর দুনিয়াতে নাই। তিনি বোখারী শরীফের উপরে আরবী শারাহ দিয়াছেন নাঈমুল বারী। মিশকাতুল মাসাবীহের উরদু শারাহ দিয়াছেন মিরাতুল মানাজীহ। জায়াল হক ও শানে হাবীবুর রহমান ইত্যাদি কিতাবগুলি হাকীমুল উম্মাতের লেখা। আ'লা হজরতের কানযুল ঈমানের পাশে যে তাফসীর রহিয়াছে - 'নূরুল ইরফান' ইহাও হাকীমূল উম্মাতের একটি অদ্বিতীয় কিতাব। যাইহোক, হাকীমুল উম্মাত প্রথম জীবনে দেওবন্দী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করিয়াছিলেন। পরে কোন প্রকারে একদিন সাদরুল আফাজিলের দরবারে হাজিরী দিয়া তাঁহারই মাধ্যমে পাইয়া ছিলেন ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর লেখা একটি ছোট পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। পরে তিনি আহলে সুন্নাতের হাকীমূল উম্মাত হইয়াছেন।

হজরত হাকীমুল উম্মাতের ইন্তেকালের পরে এক ওহাবী জানাজার শান শওকাত দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া ছিল এবং তাঁহার খাটিয়ায় কাঁধ লাগাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সে খাটিয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়া ছিল, তখন হাকীমুল উম্মাত একটি কঠিন ধমক দিয়াছিলেন এবং তাহার এক দোস্তের নাম ধরিয়া বলিয়াছিলেন - তাহাকে বলিয়া দাও যে, সেই প্রথমে আমার দেহকে খাটিয়ায় রাখিবে। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! মরণের পরে হাকীমুল উম্মাত দ্বীন প্রচার করিয়া ছিলেন যে, আউলিয়ায় কিরাম মরণের পরে সব কিছু করিতে পারেন। (তাফসীরে নাঈমী অষ্টম খণ্ড ৬৪২ পৃষ্ঠার টীকা)

মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান

মুফতী সর্দার আহমাদ খান ছিলেন ইমাম আহমাদ রেজা খানের বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলামের খলীফা। তিনি মাদ্রাসা মানযারে ইসলাম বেরেলী থেকে সনদ লাভ করিবার পরে এই মাদ্রাসায় হাদীসের দরস দিয়া ছিলেন। দুনিয়া এখন তাঁহাকে মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান বলিয়া চিনিয়া থাকে। বেলেরী শরীফ থেকে পড়াশোনা শেষ করিবার পরে পরেই দেওবন্দী জগতের বড় মুনাজির মঞ্জুর নো'মানীর সঙ্গে তাঁহার মুনাজারা হইয়া ছিল। নোমানী সাহেব প্রথমতঃ তাঁহার সহিত মুনাজারা করিতে রাজি হইয়া ছিল না যে, আমি কম বয়সের ছেলের সহিত মুনাজারা করিব না। শেষ পর্যন্ত তিনি মুনাজারায় রাজি হইয়া ছিলেন। এই মুনাজারায় নোমানীর শোচনীয় ভাবে পরাজয় হইয়া ছিল। যাইহোক, মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তান দেশে ফিরিয়া লায়েলপুরে একটি মাদ্রাসা করিয়া ছিলেন। মাদ্রাসার একটি নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। উল'মায় কিরাম সিদ্ধান্ত নিয়া ছিলেন যে, যদিও নতুন বিল্ডিংয়ে পড়াশোনা চালু হয় নাই কিন্তু আমরা কিছুক্ষণের জন্য হজরতের খাটিয়া মাদ্রাসার ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিব। অতঃপর যখন তাঁহার খাটিয়াকে মাদ্রাসার ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিয়া তাঁহার মুখ থেকে কাফন খুলিয়া দেওয়া হইয়া ছিল তখন তিনি চোখ ঘুরাইয়া ঘরটি দেখিয়া নিয়া ছিলেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহীম! দিলে মারা কুন মুস্তাকীম বে হাক্কে ইইয়াকা না'বুদু অ ইইয়াকা নাস্তাইন। এই ঘটনাটি আমি কোন কিতাবে দেখি নাই। বরং আমি এক বুজর্গের জবানে শুনিয়াছি। এই বুজুর্গ আর অন্য কেহ নন। ইনি হইলেন হুজূর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের নাওয়াসা জামালে মিল্লাত হুজূর হজরত জামাল রেজা খান সাহেব কিবলা। আল্লাহ পাক তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ দ্বীনের কাজ করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন। এই বুজর্গের পদধূলি আমার বাড়িতে বহুবার পড়িয়াছে। তিনি প্রথমবারে আমার ২৪ পরগনার বাড়িতে ঘরের মধ্যে অনেক কিছু রূহানী কথা আলোচনা কালে মুহাদ্দিসে আ'যমে পাকিস্তানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পর্কে এই ঘটনার কথা বলিয়া ছিলেন। এই সময়ে এই ঘরের মধ্যে আর অন্য কেহ ছিল না।

মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলেবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের ছোট সাহেবজাদা মোস্তাফা রেজা খান রহমা তুল্লাহি আলাইহি। সারা জগৎ মোস্তাফা রেজা খান বেরেলবীকে মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দ বলিয়া স্মরন করিয়া থাকে। উলামায় কিরাম হুজূর মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দকে বর্তমান শতাব্দির মোজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত পাকিস্তানের বড় বড় উলামায় কিরামগন প্রায় সবাই তাহারই শাগরিদ ও খলীফা। মুফতীয়ে আ'যমে হিন্দের ইন্তেকালের পরে তাঁহার কাফন দাফনের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বড় বড় উলামায় কিরামগণ। যখন তাঁহার গোসল দেওয়া হইতে ছিল তখন হঠাৎ একটি দমকা হাওয়া উঠিয়া ছিল। তাঁহার পরিধানের কাপড় উড়িয়া যাইবার মত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার কাপড়টি দুই আঙ্গুল দ্বারা ধরিয়া নিয়াছিলেন। অন্যথায় খুবই সম্ভব ছিল যে, তাঁহার সতর বরহানা হইয়া যাইত। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার কাফন পরিধান করানো না হইয়া ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁহার আঙ্গুলদ্বয় আলগা দিয়া কাপড় ছাড়িয়া ছিলেন না। মুফতীয়ে আ'যমের এই কারামাতকে সর্বপ্রথম লক্ষ করিয়া ছিলেন তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান আযহারী সাহেব কিবলা।

হানাফীদের জন্য সুসংবাদ

এ পর্যন্ত বাজারে যতগুলি হাদীসের কিতাব বাংলায় অনুবাদ হইয়া বাহির হইয়াছে সেগুলি সবই শাফয়ী মাযহাব অবলম্বীদিগের। যেমন বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ ইত্যাদি। যেহেতু এই কিতাবগুলিতে শাফয়ী মাযহাবের স্বপক্ষে হাদীস দেখানো হইয়াছে, এই কারণে বহু হানাফী মানুষ নিজেদের মাযহাব সম্পর্কে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল তাই নয় অনেকেই নিজেদের নামাজের নিয়মগুলি পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে অনেক হাদীসের কিতাব রহিয়াছে কিন্তু সেগুলি বাংলায় অনুবাদ নাই। আল হামদু লিল্লাহ! ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের কিতাবগুলিকে ''মোসনাদে ইমাম আ'যম'' বলা হইয়া থাকে। এই মোসনাদগুলির সংখ্যা প্রায় তিরিশটির মত। আমার দফতরে রহিয়াছে দুইটি মোসনাদ। একটির মধ্যে রহিয়াছে পাঁচশত তেইশটি হাদীস ও আর একটির মধ্যে বারশত সত্তরটি হাদীস। পাঁচশত তেইশটি হাদীসের মোসনাদটি বাংলা অনুবাদ করতঃ কিছু কিছু হাদীসের উপর সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা দিয়াছি। কিতাবখানা বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি হানাফী ঘরে কমপক্ষে কিতাবখানা বর্কাতের জন্য রাখিবার প্রয়োজন মনে করিতেছি। বিশেষ করিয়া প্রতিটি মসজিদে ও মাদ্রাসায় কিতাবখানা একান্তভাবে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই কিতাবটির মূল্য করা হইয়াছে একশত সত্তর টাকা। যাহারা বিক্রয় করিবার জন্য নিবেন তাহাদের জন্য উপযুক্ত কমিশন রহিয়াছে।

আর একটি শুভ সংবাদ হইল যে, আমি ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত আর একটি হাদীসের কিতাব সংকলন করিয়াছি। নাম দিয়াছি 'মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা'। এই কিতাবখানার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হইল যে, ইহার মধ্যে এমন ষোলটি হাদীস পাইবেন যেগুলি ইমাম আবু হানীফা সরাসরি সাহাবায় কিরামদিগের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসগুলিকে আহাদী বলা হইয়া থাকে। আরো এমন চল্লিশটি হাদীস পাইবেন যেগুলি ইমাম আবু হানীফা তাবেঈনদের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসগুলিকে সোনায়ী বলা হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই দুই প্রকারের হাদীস বোখারী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া সিহা সিত্তার মধ্যে কোন কিতাবে নাই। আরো চল্লিশটি এমন হাদীস পাইবেন যেগুলির বর্ণনাকারীর সংখ্যা ইমাম আবু হানীফা ও হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাঝখানে মাত্র তিনজন। এই শ্রেণীর হাদীস কেবল বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র বাইশটি রহিয়াছে। অবশ্য ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোখারী এই হাদীসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার হানাফী শায়েখদিগের নিকট থেকে। আরো এগারটি হাদীস পাইবেন, যেগুলি ইমাম মোহাম্মাদ ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে তাঁহার মোয়াত্তার মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কিতাবখানা ছাপার কাজে রহিয়াছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া যাইবে। এই দুইটি হাদীসের কিতাব - মোসনাদে ইমাম আ'যম ও মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা হাতে হাতে থাকিবার প্রয়োজন। ইহাতে সাধারণ হানাফীদের মধ্যে হাদীসের চর্চা চলিয়া আসিবে।

আর একটি সুসংবাদ

আমার অনেক দিনের বাসনা ছিল যে, একটি জুময়ার সুন্নী খুতবাহ লিখিয়া দিব। কিন্তু সময়ের অভাবে কাজে হাত দিতে পারি নাই। হঠাৎ লণ্ডন থেকে এক ব্যক্তি যিনি মাঝে মধ্যে আমার বই পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তিনি আমার নিকটে আবেদন রাখিলেন যে, আমাদের এখানে কিছু কিছু মসজিদে আশরাফ আলী থানুবীর লেখা খুতবাহ পড়া হইয়া থাকে। যদি আপনি দয়া করিয়া একটি বড় খুতবাহ লিখিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা এখানকার সুন্নী মুসলমানেরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার কথামত কলমের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া দিলাম। আল্লাহর রহমাতে খুতবার কাজ কেবল শেষ হয় নাই, বরং ছাপা হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। খুতবাহটি খুব বড় করিতে পারি নাই। মাত্র চৌত্রিশটি খুতবাহ রহিয়াছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় আবেদনকারী আমাকে বলিয়া ছিলেন যে, খুতবাহটি বাহারে শরীয়তের লেখক সাদরুশ শরীয়া আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রহমার নামে নিসবাত করতঃ নাম করণ করিলে খুব ভাল হয়। তাই তাঁহারই কথামত খুতবাহটির নাম দিয়াছি - 'আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ'।

খুতবাহটির বিশেষ বৈশিষ্ট হইল যে, খুতবার মাধ্যমে আহলে সুন্নাতের আকীদাহগুলি বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা - আল্লাহর রসূলের নূর হওয়া, তাঁহার হাজের নাজের হওয়া, তাঁহার ইল্মে গায়েব থাকা, প্রায় প্রতিটি মাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি সম্পর্কে আলোচনা পাইবেন। আবার প্রতিটি বিষয়ের স্বপক্ষে কোরয়ান ও হাদীসের দলীলও পাইবেন। প্রকাশ থাকে যে, খুতবার শেষে ধারাবাহিক চৌত্রিশটি খুতবার অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনি যখন যে খুতবাহটি পাঠ করিবেন তখন সেই খুতবার অনুবাদটি নিজের ভাষায় খুতবাহ দেওয়ার আগে সময় মত শুনাইয়া দিবেন। প্রতিটি মসজিদে এই খুতবাহটি রাখিবার চেষ্টা করিবেন। যাইহোক যাহাই করিনা কেন, আল্লাহ তায়ালা কবূল করিলে তবেই আমার সার্থক হইবে।

এম. এস. ও. এর পক্ষ থেকে পুরস্কার

আমার সুন্নী তালিবুল ইল্মদের জন্য ঘোষণা করিতেছি, যদি কেহ 'মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা' এর হাদীসগুলি সনদসহ শোনাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে, তাহাকে এক হাজার এক (১০০১) টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহার নাম ধামসহ আমার পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। মোসনাদে ইমাম আবু হানীফার মধ্যে রহিয়াছে ১০৭টি হাদীস। অনুরূপ যদি কেহ 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর সমস্ত হাদীস সনদসহ শুনাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ হাজার এক টাকা (৫০০১) পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং আমার সমস্ত বইয়ের একটি সেটও প্রদান করা হইবে। আর নাম ধামতো অবশ্যই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে। এই কিতাবটির মধ্যে রহিয়াছে পাঁচশত তেইশটি হাদীস। দূরের তালিবুল ইল্মদের জন্য সুন্নী মাদ্রাসার পরিচয় পত্র প্রয়োজন।

পুটখালি মাজার শরীফ

আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজার শরীফগুলি হইল রূহানী মারকায। রূহানী ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিবার জন্য আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারে হাজিরী দেওয়া জরুরী। আল হামদু লিল্লাহ! পশ্চিম বাংলায় বহু মাজার

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছে। অনেক মাজার শরীফে আমার যাতায়াত রহিয়াছে। তন্মধ্যে পুটখালী মাজার শরীফের সহিত আমার বহু দিনের সম্পর্ক। এই মাজার শরীফের বর্তমান গদ্দীনশীন হইলেন সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব কিবলা। তিনি অল বেঙ্গল গরীব নাওয়াজ সোসাইটির চেয়ারম্যান। তিনি এই সোসাইটির মাধ্যমে মাসলাকে আ'লা হজরতকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন উরস শরীফ কায়েম হইয়া থাকে। এখানে সারা বৎসর আমার লেখা সমস্ত বই পুস্তক পাওয়া যায়। যোগাযোগের জন্য মাওলানা মঈনুদ্দীন রেজবী সাহেব ৯৬৭৪৪১২৮৪০ - পথ নির্দেশ - কোলকাতা - শিয়ালদহ হইতে বজবজ লাইনের ট্রেন যোগে নুঙ্গী স্টেশন নামিয়া পুটখালী মাজার শরীফ।

আমার হিজায সফর

তিরিশ বৎসর পূর্বে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা ও মদীনা মুনাওয়ারার মুসাফির হইয়া ছিলাম। আমার তিরিশটি বৎসর কিভাবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা আল্লাহ ও তাহার রসূল ভালই জ্ঞাত রহিয়াছেন। হঠাৎ মনের মাঝে মোস্তফায়ী আওয়াজ অনুভব করতঃ কাহার সহিত কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম যে, আর বিলম্ব নয়। খাস করিয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে কুড়ি দিনের সফর সামনে রাখিয়া গত এপ্রিলের ১৭ তারিখে বাহির হইয়া পড়িয়া ছিলাম। রওজা পাক ও কাবা শরীফ ছাড়া সবই প্রায় পরিবর্তন।

সেখানকার সরকার থেকে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মানুষ প্রায় সবাই ওহাবী হইয়া গিয়াছে। আলেম ও তালেবুল ইল্ম সবাই ওহাবীয়াত প্রচারে ব্যস্ত। সারা দেশ থেকে আল্লাহর রসূলের সুন্নাত - পাগড়ি মাথায় দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সবার মাথায় বাদশার অনুকরণে রুমাল ও বেড়ি। পাগড়ি মাথায় থাকিলে ধরিতে হইবে হয় হিন্দুস্তানী অথবা পাকিস্তানী। কিছু ইরানী শীয়াদের মাথায় পাগড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্র শির্ক ও বিদয়াত বলিবার জন্য ভাড়াটিয়া আলেম ও তালিবুল ইল্মকে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত আলেম ও তালেবুল ইল্মদের অধিকাংশই হইল হিন্দুস্তানী ও পাকিস্তানী দেওবন্দী ও ফারাজী।

বাজারে হানাফী মাযহাবের কোন কিতাব পত্র নাই বলিলে চলিবে। তিনজন ওহাবী আলেমের কিতাব ব্যাপক থেকে ব্যাপক পাওয়া যাইতেছে। এই তিনজন হইলেন ইবনো তাইমিয়া, নাসীরুদ্দীন আলবানী ও আব্দুল আজীজ ইবনো বায। ব্যাপক ভাবে বিনা পয়সায় বিতরণ করা হইতেছে হানাফী মাযহাব বিরোধী কিতাবপত্র। এই কিতাবগুলি বিভিন্ন ভাষায় লেখা। কেবল লাইনে দাঁড়াইয়া দেশের নাম বলিবার সাথে সাথে সেই দেশের ভাষায় হাতে বই তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের দেশের বহু মানুষ হজ করিতে গিয়া গোমরাহ হইয়া আসিতেছে।

আমার সুন্নী ভাইদের নিকটে আবেদন, তাহারা অবশ্যই হজ ও উমরার জন্য যাইবেন। তবে না সেখানকার ওহাবীদের কথা শুনিবেন, না সেখানকার ওহাবীদের কথায় কান দিবেন। এখানে ও সেখানে ওহাবীদের পিছনে কোন মাযহাবী মানুষের নামাজ হইবে না। সব সময়ে আলাদা নামাজ পড়িবার চেষ্টা করিবেন। যদি একান্ত ভাবে তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া ফেলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নামাজ অবশ্যই আবার আদায় করিয়া নিবেন। মক্কা ও মদীনা বাসী শরীয়তের দলীল নয়, বরং কোরয়ান ও হাদীস হইল দলীল। মদীনা মুনাওয়ারাতে খুব আদবের সহিত চলাফেরা করিবেন। কথাবার্তা কম করিবেন। কোন সময়ে উঁচু শব্দে কথা বলিবেন না। হুজূর পাকের রওজা শরীফের কাছে বারবার যাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, খুব ভিড় হইয়া থাকে, আবার পুলিশদের থাকে কড়া নজর। রওজা পাকের দিকে মুখ করিয়া এক মিনিট দাঁড়াইবার অবসর পাওয়া যায় না। এই জন্য মসজিদে নবুবীর ভিতরে যেখান থেকে আল্লাহর রসূলের রওজা পাকের সবুজ গুম্বাদ দেখা যাইয়া থাকে, সেখানে বসিয়া গুম্বাদে খিদরার দিকে তাকাইয়া শুধু দরূদ শরীফ পাঠ করিতে থাকিবেন। যাইহোক, সৌভাগ্য বশতঃ যখনই আপনার সামনে এই সফর চলিয়া আসিবে তখন অবশ্য গাইড বুক হিসাবে আমার লেখা বইখানা সঙ্গে রাখিবেন - "মক্কা ও মদীনার মুসাফির"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হানাফী সম্মেলনের প্রয়োজন

প্রতিটি জেলায় প্রতিদিন শতশত জালসা হইতছে। তবে খুম কম জালসায় মাযহাবী আলোচনা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফা কে ছিলেন, হানাফী মাযহাব কী? মাযহাব মানিয়া চলা জরুরী কিনা, হানাফী মাযহাব কি কোরয়ান হাদীসের বাহিরে ইত্যাদি বিষয়ের উপরে আলোচনা হইয়া থাকে না। শির্ক ও বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা কি, এইগুলির উপরে আলোচনা হইয়া থাকে না। প্রতি বৎসর প্রায় প্রতিটি জেলায় জামায়াতে ইসলামীদের, আহলে হাদীসদের ও তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমা ও সম্মেলন হইয়া থাকে। শত শত হানাফী মানুষ এই সমস্ত ইজতেমায় ও সম্মেলনে যোগ দিয়া থাকে। ফলে তাহাদের আকীদাহ খারাপ হইয়া যাইতেছে। এই ক্ষেত্রে আমার হানাফী ভাইদের কাছে আন্তরিক আবেদন যে, আল্লাহর অয়াস্তে দ্বীনকে হিফাজত করিবার জন্য হানাফী সম্মেলন করিবার চেষ্টা করুন। যদি জেলা ভিত্তিক সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিটি থানায় একটি করিয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবেন। ইনশা আল্লাহ পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের মানুষ একমত হইয়া আলাপালোচনা করিলে একাজ অবশ্যই সম্ভব হইবে। তবে খুব সাবধান! আগে প্রচার নয়, বরং আগে প্রাচীরের ব্যবস্থা করিবেন। সম্মেলন নাম শুনিলে শয়তানের দল চমকাইবে। আপনাদের যাইবার পূর্বে তাহারা থানায় গিয়া বাবুদের ভুল বুঝাইবার ব্যবস্থা করিবে। তাই প্রথমে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন। প্রয়োজন বোধে আগে ডি. এম. এর কাছ থেকে পারমিশান করাইবার চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা।

আসিতেছে ১২ই রবীউল আউয়াল

সারা বিশ্বে পালিত হইয়া থাকে ১২ই রবীউল আওয়াল। কেবল ব্যতিক্রম সৌদী আরব ও ইজরাঈল। কারণ, সৌদী আরব হইল ওহাবী এবং ইজরাঈল হইল ইহুদী। রসূল দুশমনিতে ওহাবী ও ইজরাঈল দুইই সমান। ইহুদীরা প্রকাশ্যে এবং ওহাবীরা একটু আড়াল থেকে। সেই আড়ালটি হইল এইসব কাজগুলি বাড়াবাড়ি ও বিদয়াত। এই কারণে আরব ও ইজরাঈলে ১২ই রবীউল আউয়াল ছুটি ঘোষণা করা হইয়া থাকে না। আমাদের দেশে যাহারা ১২ই রবীউল আওয়ালের মিছিল ও মাহফিলকে এবং পতাকা ও ব্যানারকে বিরোধীতা করিয়া থাকে, তাহারা ওহাবী অথবা ইহুদী। বর্তমানে ১২ই রবীউল আউয়ালের ধুমধাম সুন্নীদের জন্য একটি বিশেষ আলামাত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম চাঁদ রাতে মসজিদ মাদ্রাসায় ক্লাবে ও খানকায় পতাকা তুলিয়া দিন। পতাকা তুলিবার সময়ে সবাই দাঁড়াইয়া সালাম কিয়াম করিয়া দিন। সম্ভব হইলে ১২ই রবীউল আউয়াল পর্যন্ত প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সবাই মিলিয়া দরূদ সালামের ব্যবস্থা করিবেন। যেহেতু হাতে অনেক সময় পাইতেছেন। সুতরাং একটি জুলূস বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের সহিত যোগাযোগ করিয়া নিবেন, তাহা হইলে জুলূসে ব্যাপক লোকজন পাইবেন। পাশে যদি কোন টাউন থাকে, তাহা হইলে জুলূস টাউনে নিয়া যাইবেন। থানা পারমিশন করিতে অবশ্যই ভুলিবেন না। যদি ওহাবী দেওবন্দী এলাকা হইয়া থাকে, তাহা হইলে না কোন ভয়ের কারণ, না কোন লজ্জার কারণ, লোকজন কম হইলেও জুলূস বাহির করিতে ভুলিবেন না। একান্ত সম্ভব না হইলে দূরের জুলূসে অংশ নিবেন। আজকাল মানুষ ছেলে মেয়েদের জন্মদিন পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে যাহার জন্য সবকিছু তাহার জন্ম দিবস পালনে আপত্তি কোথায়!

pdf By Syed Mostafa Sakib

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

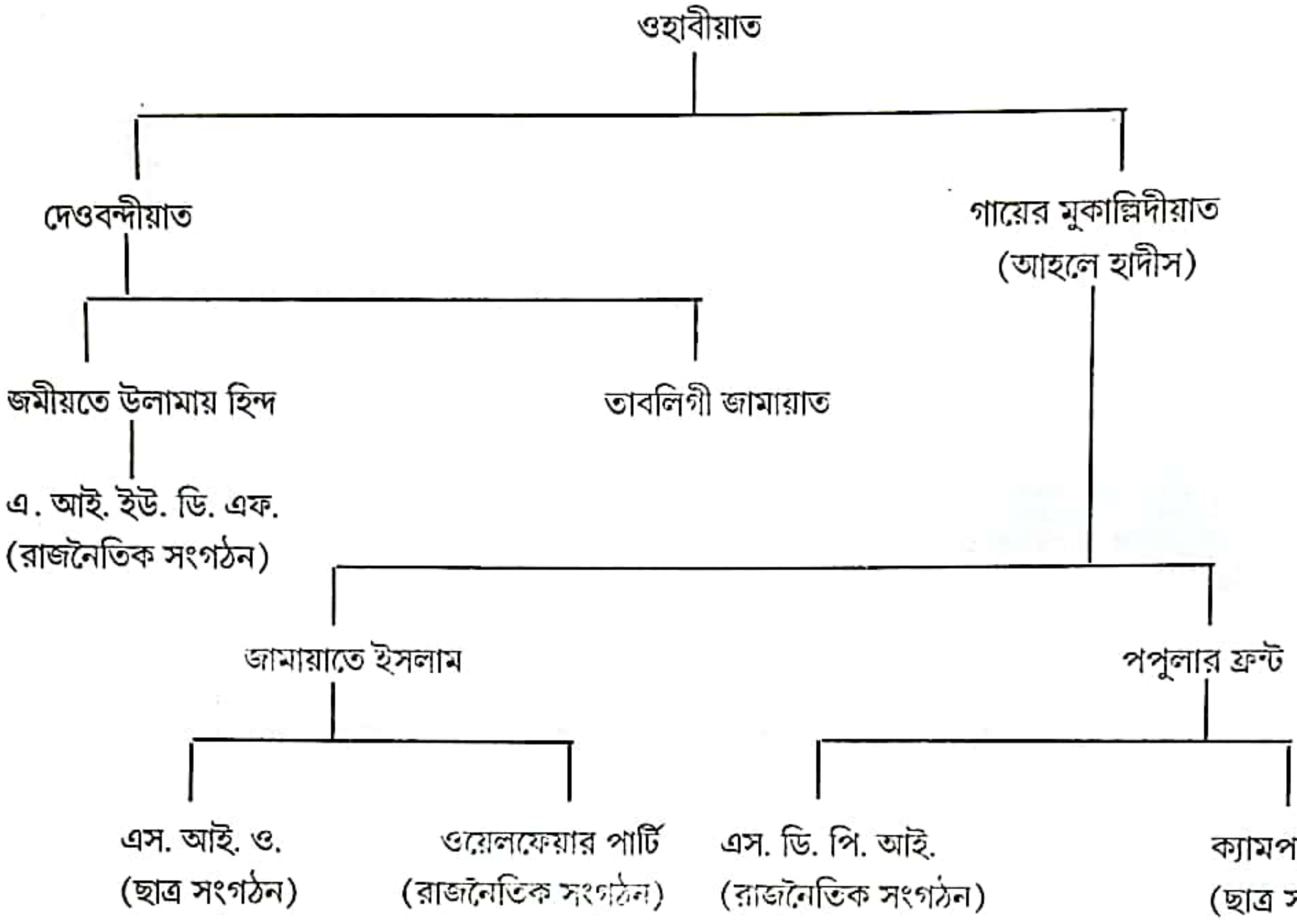

আমার সুন্নী ভায়েরা! নকশাটি ভাল করিয়া দেখিয়া নিন ও বুঝিয়া নিন। খুব মনে রাখিয়া দিবেন, ইহারা প্রত্যেকেই আপনার দ্বীনের দুশমন এবং সুন্নীদের মহা শত্রু। এইবার আপনারা দেখুন, কাহাদের জালে আপনারা পড়িয়া গিয়াছেন। তারপর ঈমান যদি আপনাদের মুলধন হইয়া থাকে এবং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াত যদি নিজেদের জন্য জরুরী মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ওহাবীদের জাল ছিঁড়িয়া চলিয়া আসা জরুরী হইবে। ওহাবীদের জানিবার জন্য আমার লেখা নিম্নের বই পুস্তকগুলি অবশ্যই পাঠ করিবেন ঃ-

(১) সেই মহানায়ক কে? (২) ওহাবীদের ইতিহাস (৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (৪) তাবলিগী জামায়াতের অবদান (৫) মাওদূদী প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

ওহাবীদের কথায় কান দিবেন না

বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় কথায় কথায় সুন্নীদের কাজগুলিকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া থাকে। ইহা এখন তাহাদের একটি রোগ হইয়া গিয়াছে। আপনি ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন - শির্ক ও বিদয়াতের সংজ্ঞা বলো। তখন দেখিবেন শয়তান সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শির্ক হইল একটি মহাপাপ, যাহা মাফ হইবার নয়। তবে কি সব কথা সব কাজ শির্ক হইতে পারে? কখনই নয়। সরাসরি কাহার আল্লাহ বলা কিংবা আল্লাহর সমতুল্য বলিবার নাম হইল শির্ক। অনুরূপ কাহার সৃষ্টিকর্তা বলা হইল শির্ক, কিংবা কাহার ইবাদত করা হইল শির্ক। এইগুলি ছাড়া আর শির্ক নয়। এইবার বিদয়াতের সংজ্ঞা শুনিয়া নিন। যে সমস্ত আকীদা ও আমল হুজূর পাকের যুগে ছিল না। পরবর্তীকালে প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই আকীদাহ ও আমলের কারণে যদি হুজূর পাকের সম্মানহানী হইয়া থাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং তাহার সুন্নাত মুর্দা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে বিদয়াত। প্রকাশ থাকে যে, বিদয়াতের পরিনাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এইবার আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন! আপনার কোন্ কাজটি শির্ক ও বিদয়াতের পর্যায়ে পড়িতেছে। আপনার মাজারে যাওয়া কি শির্ক, বিদয়াত? মাজারে ফুল চাদর দেওয়া কি শির্ক, বিদয়াত? রবীউল আউয়ালের পতাকা ও জুলূস কি শির্ক, বিদয়াত? কখনই নয়, কোনোটি নয়। তবে তাহাদের কথায় কান দিবেন কেন! পক্ষান্তরে শির্ক ও বিদয়াতের মধ্যে পড়িয়া থাকে এই নতুন নতুন জামায়াতগুলি। কারণ, আপনার সম্মুখে নতুন নতুন যতগুলি জামায়াত দাঁড়াইয়া গিয়াছে সবগুলিই বিদয়াত। তাঁহাদের আকীদাহ ও ধারণাগুলি সবই বিদয়াত। হুজূর পাকের যুগে না আহলে হাদীস বলিয়া কোন জামায়াত ছিল, না তাবলিগী জামায়াত বলিয়া কিছু ছিল, না জামায়াতে ইসলাম বলিয়া কিছু ছিল। এই বিদয়াত জামায়াতগুলি যে সমস্ত আকীদাহ নিয়া চলিতেছে সেই আকীদাহগুলি না রসূল পাক শিক্ষা দিয়াছেন, না রসূল পাকের যুগে ছিল। নিজেরা বিদয়াতী হইয়া সুন্নীদের সব কাজকে বিদয়াত বলিতেছে। 'বন্দেমাতরম' বলা একটি কুফরী কথা। মন প্রান দিয়া যাহারা 'বন্দেমাতরম' বলিয়া থাকে তাহারা কাফের মোশরেক। শয়তানের দল আজ পর্যন্ত এই শ্লোগানের বিপক্ষে কি কোন পদক্ষেপ নিয়াছে? তবে আপনি কেন তাহাদের কথায় কান দিবেন?

আমার স্নেহের তরুন যুবক!

তোমারা আজ কোন্ পথের পথিক হইয়াছো? তোমরা তো কেবল মুসলিম ঘরে আসিয়াছো এমন কথা নয়, বরং তোমরা হইলে হানাফী মাযহাব অবলম্বী এবং আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর মাসলাক অনুসরণকারী। কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজেদের মাযহাব ও মাসলাককে ভুলিয়া গিয়া বেপরওয়াই জীবন অবলম্বন করিয়াছো। ফলে তোমাদের একটি অংশ ইসলামকে ত্যাগ করতঃ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, একটি অংশ হইয়া গিয়াছে কাদিয়ানী, আর ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া যাইতেছে ওহাবী দেওবন্দী জামায়াতে ইসলামী ও নামধারী আহলে হাদীস ইত্যাদি। এখন সময় রহিয়াছে, বহু সময় রহিয়াছে। গোমরাহীর দিকে যতদূর আগাইয়া গিয়াছো ততদূর পিছনে চলিয়া এসো। অতঃপর আমার পরামর্শ মত চলিবার চেষ্টা করো। ইনশা আল্লাহ, কেবল তোমরা বাঁচিয়া যাইবে না, বরং হাজার হাজারকে বাঁচাইয়া নিতে পারিবে। আমার পরামর্শ -

(ক) প্রথমে তরুণ যুবক নিজেদের মধ্যে মুহাব্বাত কায়েম করতঃ একটি সুন্নী লাইব্রেরী কায়েম করো। এই লাইব্রেরীতে আহলে সুন্নাতের কিতাবগুলি সংগ্রহ করিবে। বিশেষ করিয়া আমার লেখা সমস্ত বই পুস্তকের একটি সেট অবশ্যই রাখিবে। সুন্নী কিতাব পত্র সম্পর্কে খাঁটি সুন্নী আলেমের নিকট থেকে পরামর্শ নিতে হইবে। এই কিতাবগুলি কি প্রকারে সংগ্রহ করিবে! নিজেদের মধ্যে যৎসামান্য মাসিক চাঁদা ধার্য করিবে। যদি ইহা সবার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে খবরদার! তাহার প্রতি জোর দিবে না। একতা নষ্ট হইয়া যাইবে। সে লজ্জায় সরিয়া যাইতে পারে। আজকাল মানুষ বিবাহ সাদীতে বহু পয়সা অপচয় করিয়া থাকে, পিতামাতা মরিয়া গেলে বড় বড় খানাপিনা দিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে অপচয়ের হাত থেকে কিছু পয়সা যদি কালেকশান করিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে লাইব্রেরী দিনের পর দিন উন্নতির দিকে আগাইবে।

(খ) নিজেদের মধ্যে নিয়মিত বৈঠক করিবে। নিজেদের মধ্যে মাযহাবী আলোচনা থাকিবে এবং প্রশ্নোত্তর করিতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হইলে পনের দিন পরে, ইহাও সম্ভব না হইলে মাসে একদিন অবশ্যই সমস্ত সদস্যগণ এক জায়গায় জড় হইবে। প্রয়োজনবোধে এলাকায়ী কোন একজন ভাল আলেমকে ডাকিয়া নিবে।

(গ) পাশাপাশি গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া চলিবে। নিজেদের মত তাহাদেরও একটি লাইব্রেরী করিবার প্রেরণা প্রদান করিবে। পরে যখন সংগঠন বড় হইয়া যাইবে তখন একটি হানাফী সম্মেলন করিয়া দিবে।

(ঘ) খুব সাবধান! গ্রাম্য রাজনীতি পেশাব পায়খানার থেকেও নোংরা। সুতরাং যথাসাধ্য ঈমান ইসলামের খাতিরে যতটুকু না করিলে নয় কেবল ততোটুকু

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাজনীতি করিবে। এ বিষয়ে আর বেশি বলিতেছি না।
(ঙ) নিয়মিত নামাজ পড়িবার চেষ্টা করিবে। সময় সময় এদিক সেদিক পা চলিয়া যাইবে তাহা আমার একেবারে অজানা নয়। তবে একেবারে ছাড়িয়া বসিবে না। জুময়ার নামাজ অবশ্যই ত্যাগ করিবেনা। ইয়া আল্লাহ! আমার সমস্ত তরুণ যুবককে দ্বীনের উপর কায়েম রাখো।

কাদিয়ানীদের প্রভাব পড়িতেছে

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শেষ নবী। যাহারা তাঁহাকে শেষ নবী বলিয়া না মানিয়া থাকে কিংবা তাঁহার পরে কেহ নবী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে অথবা কোন নতুন নবী আসিবার অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া থাকে তাহারা কাফের। পাঞ্জাবের মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়া জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে কাদিয়ানী সম্প্রদায় 'আহমাদী জামায়াত' নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা মুসলমান নয়, কাফের। ইহাদের মরণের পরে কাফন দাফন নাই। মুসলমানদের কবরস্থানে ইহাদের পুঁতিয়া দেওয়াও জায়েজ নয়। ইহারা দিনের পর দিন কিছু এলাকায় বাড়িয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষ সহজে ইহাদের সহিত সম্পর্ক না করিলেও প্রায় প্রত্যেক বই মেলাতে ইহাদের স্টল থাকিতেছে। এই স্টল থেকে ইহাদের বই পুস্তক মানুষের হাতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের বইগুলি বই নয় বরং বিষ মনে করিয়া চলিবেন। ইহাদের বই পুস্তক একমাত্র প্রতিবাদী আলেম ছাড়া অন্যদের হাতে নেওয়া হারাম।

জুময়ার খুতবাহ আরবীতে হওয়া চাই

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ বৃহস্পতিবার কলম পত্রিকায় ৩ পৃষ্ঠায় মোটা অক্ষরে লেখা ছিল -"তিনটি ভাষায় খুতবা দেওয়া যাবে তুরস্কের মসজিদে।" ইহার পরে মাতৃভাষায় খুতবা দেওয়ার উপরে খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে তুরস্কের বহু মুফতী ও মুসলিম নেতাগনও এই কথার স্বপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, মাতৃভাষায় খুতবা দানের কথা ঘোষনা করিয়াছেন তুলস্কের প্রধানমন্ত্রী রিপেস তাইপ এরদোগান।

আমার সুন্নী মুসলমান ভাইগন! খুব সাবধান! কাগজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। মাতৃভাষায় খুতবা দেওয়ার কথা বলাই হইল একটি গোমরাহী কথা। আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েজ নয়। বরং বিদয়াতে সাইয়েয়াহ। আরবী ভাষায় খুতবাহ পাঠ করা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত এবং সাহাবায় কিরামদিগেরও সুন্নাত। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবায় কিরামকে আরবের বাহিরে অনেক দেশে তাবলীগ করিবার জন্য প্রেরন করিয়াছেন। তাহারা সারা সপ্তাহ সেই দেশের ভাষায় মানুষকে বুঝাইয়াছেন কিন্তু জুময়ার দিনে খুতবাহ পাঠ করিয়াছেন আরবী ভাষায়। অন্য কোন ভাষায় সাহাবাগন খুতবা দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমান নাই। সুতরাং খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া চাই। জুময়ার দিনে যে খুতবা পাঠ করা হইয়া থাকে তাহা কেবল ভাষণ অর্থে গ্রহন করা ভুল। খুতবা হইল জিকরুল্লাহ। এই বিষয়ে দলীলসহ সবিস্তারে জানিতে হইলে আমার লেখা - 'বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ'! পুস্তকখানা পাঠ করা জরুরী।

এক নজরে গলসী মাদ্রাসা

বর্ধমানের বুকে একমাত্র সুন্নী মাদ্রাসা হইল গলসীর মাদ্রাসা ইসলামিয়া আহলে সুন্নাত। কিছু কম বেশি কুড়ি বৎসর পূর্বে আমি এই মাদ্রাসায় গিয়াছিলাম। গত ৮ই মার্চ শুক্রবার দ্বিতীয়বারে আবার মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসায় উপস্থিত হইয়া ছিলাম। আল হামদু লিল্লাহ! পূর্বের তুলনায় মাদ্রাসা যথেষ্ট উন্নতির পথে কিন্তু তাহা খুব ধীরগতিতে। কারণ, একমাত্র এলাকার মানুষের দান খয়রাত ছাড়া অন্য কোন সম্বল নাই। বর্তমানে প্রায় একশর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাছাকাছি ছাত্র। মাদ্রাসার বোডিং থেকে সবার আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আমি খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, ছোট ছোট মাদ্রাসাগুলির মধ্যে তুলনামূলক এখানে ভাল পড়াশোনা হইয়া থাকে। বর্তমানে পাঁচজন আলেম ও একজন মাষ্টার সাহেব রহিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক আশরাফ হোসেন খাঁন কালিমী সাহেব। কারী মাসউদ আলাম রেজবী, মাওলানা জমীরুদ্দীন রেজবী, হাফিজ মুনীরুল ইসলাম রেজবী, মাওলানা শরীফুল হক ফাইজী ও মাষ্টার নুরুল আমীন রেজবী।

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) হাজী জসীমুদ্দীন, শাবাজপুর - মুর্শিদাবাদ। ফজরের সুন্নাত নামাজের পূর্বে কাজা নামাজ পড়া যাইবে কিনা? জীবনে বহু কাজা রহিয়া গিয়াছে। আমি ঐ সময়ে আদায় করিতে চাই।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হ্যাঁ, ফজরের সুন্নাতের পূর্বে ফরজ ও অয়াজিব নামাজের কাজা আদায় করা যাইবে। ইহাতে শরীয়তে কোনো দোষ নাই। মাকরূহ সময়গুলিতে কেবল নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। ফরজ অয়াজিব পড়ায় কোন দোষ নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২) হুজূর! আমি ঝাড়খণ্ড থেকে বলিতেছি। আমাদের গ্রামের ইমাম সাহেব যিনি আলেম মানুষ। তাহাকে একজন লোক একটি জুব্বা দিয়াছে। লোকটি প্রকাশ্যভাবে জূয়া খেলিয়া থাকে। এই জুব্বা পরিধান করতঃ ইমাম সাহেবের নামাজ পড়ানো জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কোন জিনিষের প্রতি সন্দেহ করা একটি পাপের কারণ। জূয়াড়ী ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে যে জুব্বা দিয়াছে তাহা সরাসরি জূয়ার পয়সায় দিয়াছে ইহা কি সুনিশ্চিত কথা? জূয়াড়ী ব্যক্তি দিলেই যে জূয়ার পয়সাই দিবে এমন কথা নয়। সত্যিকারে যদি জূয়ার পয়সায় জুব্বা তৈরি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই জুব্বা পরিধান করতঃ নামাজ পড়াইলে মাকরূহ তাহরীমা হইবে এবং নামাজ পুনরায় আদায় করা অয়াজিব হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩) রাহুল, জলঙ্গী - মুর্শিদাবাদ। আহলে হাদীসদের বাড়িতে বিবাহ দেওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আমাদের দেশে যাহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, তাহারা আসলে ওহাবী লা মাযহাবী। ইহারা বৃটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়া আহলে হাদীস নাম নিয়াছে। ইসলামের সঠিক অর্থে ইহারা মুসলমান নয়। ইহারা বদ্ আকীদাহ বেঈমান। এই বেঈমানেরা বিশ্বের সমস্ত মাযহাব অবলম্বী মানুষদিগকে মুশরিক বলিয়া থাকে। যেমন ইহাদের 'ফিকহে মোহাম্মাদী' কিতাবের প্রথম খণ্ডে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে হানাফী, শাফয়ী,. মালিকী ও হাম্বালী চার মাযহাবের মানুষদিগকে মুশরিক বলিয়া দিয়াছে। যাহারা হানাফীদিগকে মুশরিক কাফের বলিয়া থাকে তাহারা আবার মুসলমান কোথায়? এই বদ্ দ্বীন বেঈমানদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪) হুজূর! আমি ঝাড়খণ্ড থেকে বলিতেছি, গত ৩/২০১৩ তে কলম পত্রিকায় বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে লেখা ছিল যে, ইহুদীরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রথম উপসনালয় বলিয়া দাবী করিতেছে। কাবা শরীফ প্রথম হইয়াছে, না বায়তুল মুকাদ্দাস প্রথম হইয়াছে? কাবা ও বায়তুল মুকাদ্দাস কে বানাইয়াছেন?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কাবা শরীফ প্রথম উপসনালয় ইহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। কারণ, কোরয়ান পাকে সূরা আলে ইমরান ৯৬ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাবা শরীফকে প্রথম উপসনালয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সূতরাং আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কাবা শরীফ হইল আল্লাহ তায়ালা প্রথম উপসনালয়। অবশ্য কাবা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস কে তৈরি করিয়াছে সে সম্পর্কে বহু প্রকারের উক্তি রহিয়াছে। শেষ কথা হইল যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম কাবা শরীফ বানাইয়াছেন এবং ইহার চল্লিশ বৎসর পরে হজরত আদম বায়তুল মুকাদ্দাস বানাইয়াছেন। (সাবী শরীফ প্রথম খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা) আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) আব্দুল আহাদ, ছয়ঘরী - মুর্শিদাবাদ। আল্লাহর রসূলকে নূর বলা যাইবে? যদি নূর বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতি নূর বলা যাইবে? তাঁহাকে জাতি নূর বলিলে শির্ক হইবে কিনা? একজন মৌলবী সাহেব বলিতেছে নূরের হাদীসটি জাল। নবীকে নূর বলিলে শির্ক হইয়া যাইবে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আল্লাহ তায়ালা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলিয়াছেন। (সূরাহ মায়েদাহ, সূরাহ নূর, সূরাহ আহযাব, সূরাহ তওবাহ) হুজূর পাক নিজেকে নূর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (মাওয়াহিবুল্লা দুন্নিয়া, আল ফাতাওয়াল হাদীসিয়া) সারা দুনিয়া রসূলকে নূর বলিয়া আসিতেছে। সূতরাং তাঁহাকে নূর বলা অবশ্যই জায়েজ।

তাঁহাকে জাতি নূর বলায়ও কোনো দোষ নাই। শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দিস দেহলবী মাদারেজুন নবূওয়াত এর মধ্যে নবীপাককে জাতি নূর বলিয়াছেন। জাতি নূর বলা শির্ক হইবে কেন? শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস সর্ব প্রথম হিন্দুস্তানে হাদীস আনিয়াছেন। তবে তাঁহাকে কি মুশরিক বলা হইবে? উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি, একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া নিলে নিশ্চয় দ্বিতীয় প্রদীপটি প্রথম প্রদীপ থেকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় প্রদীপটিকে না প্রথম প্রদীপ বলা হইবে, না প্রথম প্রদীপের অংশ বিশেষ বলা হইবে। অথচ দ্বিতীয় প্রদীপটি প্রথম প্রদীপ থেকে পয়দা হইয়াছে। এখন যদি কেহ দ্বিতীয় প্রদীপটিকে প্রথম প্রদীপের আলো বলিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ভুল বলা হইবে না। আমার এই উদাহরণটি বুঝিতে পারিলে ইনশা আল্লাহ হুজূর পাককে নূর বলিয়া মানিতে দ্বিধা থাকিবে না।

যে মৌলবী সাহেব নূরের হাদীসকে জাল বলিয়াছে সে নিজেই হইল জাল। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী মৌলবীরা নূরের হাদীসকে জাল প্রমান করিবার জন্য খুব চেষ্টা চালাইতেছে। এমনকি তাহারা নূরের হাদীসগুলি কিতাব থেকে আউট করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৬) জাবির আলী, মোথাবাড়ি - মালদা। হুজূর! কোন আহলে হাদীস ঘরের মেয়েকে কি বিবাহ করা জায়েজ হইবে? মেয়েটি বলিতেছে, আমি হানাফী হইয়া যাইবো। কেহ কেহ বলিতেছে যে, আহলে হাদীসরা হিন্দুদের থেকেও খারাপ। ইহা কি সঠিক কথা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আহলে সুন্নাত ছাড়া কোনো ঘরে বিবাহ শাদী করা জায়েজ নয়। তুমি যাহাদিগকে আহলে হাদীস বলিতেছো তাহারা আসলে গোমরাহ ওহাবী। কোনো অমুসলিমের ঘরে বিবাহ করা যেমন অবৈধ ও বিপজ্জনক, তেমনই তথাকথিত আহলে হাদীসদের ঘরে বিবাহ করা অবৈধ ও বিপদজ্জনক। তবে যদি কোন অমুসলিম সত্যিকারে ইসলাম গ্রহন করিবার কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা জরুরী নয়, কেবল জায়েজ। অনুরূপ যদি কোন ওহাবীর ঘরের মেয়ে প্রকৃত অর্থে সুন্নী মুসলমান হইবার কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করা কেবল জায়েজ। তবে খুব হুঁশিয়ার হইয়া আগাইতে হইবে।

যাবারা বলিতেছে যে, আহলে হাদীসরা হিন্দুদের থেকে খারপ, তাহারা তাহাদের এই কথার কারণ ভালই বলিতে পারিবে। তবে আমি তাহাদের কথায় একমত কিন্তু তাহাদের কারণ ও আমার কারণ এক নাও হইতে পারে। আমার কারণ হইল ইহাই যে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে এবং দ্বীনের কিছু জরুরী বিষয় সম্পর্কে এমন এমন নোংরা কথা বলিয়া দিয়াছে যে, কোন অমুসলিম তাহা কোন দিন মুখে আনে নাই। তবে শেষে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি, আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বলিয়াছেন - ওহাবীদের ঘরে মেয়ে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের ঘর থেকে মেয়ে নেওয়া বেশি বিপদের কারণ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৭) নাসীরুদ্দীন শেখ, শম্ভুনগর - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আজ থেকে আমাদের পাশে গোবিন্দপুরে তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমা। আগামী কাল সেখানে শুক্রবারের জুময়ার নামাজ বড় জামায়াতের সহিত আদায় হইবে। আমরা কি ঐ জামায়াতে শরীক হইতে পারিবো?

উত্তর ঃ- লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সুন্নীদিগকে সুন্নীয়াতের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাওফীক দিয়া থাকেন। তাবলিগী জামায়াত হইল ওহাবীদের একটি বৃহত্তম শাখা। ওহাবীদের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হইল তাবলিগী জামায়াত। এই জামায়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার সাধারণ সুন্নী মুসলমান গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। ইহারা সব সময়ে সাধারণ মানুষের কাছে কেবল আমলের দোকান খুলিয়া রাখিয়া দিয়া থাকে। কোন সময়ে ধরিতে দিয়া থাকে না তাহাদের বদ আকীদাহগুলিকে। যাইহোক, এই গোমরাহ জামায়াতের নামাজ আসলেই নামাজই নয়, তাহা হইলে আবার ইহাদের জামায়াত কিসের ও জামায়াতে শরীক হইলে সাওয়াব কিসের? কোনো সুন্নীর জন্য ওহাবী তাবলিগীদের জামায়াতে শরীক হওয়া জায়েজ নয়। তাবলিগী জামায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা দুইখানা পুস্তক পাঠ করা জরুরী -

(ক) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য।

(খ) তাবলিগী জামায়াতের অবদান। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৮) হুজূর! আমি বীরভূম নলহাটী এলাকা থেকে বলিতেছি। ওহাবী দেওবন্দীদের সহিত রাজনীতি করা যাইবে কিনা? মাওলানা নুরুল হুদা সাহেব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর সহিত একযোগ হইয়া ইউ.ডি.এফ. পার্টিতে যোগ দিয়াছেন। মাওলানা নূরুল হুদা সাহেব যে ওহাবীদের সহিত রাজনীতিতে নামিয়াছেন ইহাতে তাহার সুন্নীয়াতের প্রতি আমাদের সন্দেহ চলিয়া আসিতেছে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ওহাবীদের থেকে সব সময়ে সরিয়া থাকা উচিত। অন্যথায় সর্বনাশের সম্ভবনা থাকিয়া যাইবে। সাধারণতঃ যাহারা রাজনীতি করিয়া থাকে তাহারা দ্বীনের উপরে দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারে না। তবে যাহারা খুব সাবধান ও সতর্ক তাহারা নিজেদের কওমকে হিফাজত করিবার জন্য রাজনীতি করিয়া থাকে। ওহাবী দেওবন্দীদের সহিত যোগ দিয়া রাজনীতি করিতে হইলে খুবই হুঁশিয়ার হইবার প্রয়োজন। মুফতী নূরুল হুদা নূর সাহেব একজন খাঁটি সুন্নী আলেম। তাহার সুন্নীয়াতের উপরে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। দক্ষ ডুবুরির ডুবিবার ভয় কম। মুফতী সাহেব নিজের মাযহাব ও মিল্লাতকে কতল করিয়া রাজনীতি করিবেন বলিয়া আমার মনে হইয়া থাকে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৯) আশফাক আহমাদ, হরিশ্চন্দ্রপুর - মালদা। তাজকিরাতুল আউলিয়া কেমন কিতাব? এই কিতাবের মধ্যে আশরাফ আলী থানুবীকে দেখিতে পাইতেছি। থানুবী সাহেব কি মুজাদ্দিদ ছিলেন? তাজকিরাতুল আউলিয়া নেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবনী মুসলমানদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ ইহাতে সন্দেহ নাই। সূতরাং তাজকিরাতুল আউলিয়া ফরীদউদ্দীন আত্তারের লেখা। এই কিতাবখানা অতি মূল্যবান। কিন্তু বর্তমানে এই কিতাবখানা নকল হইয়া গিয়াছে। ওহাবী বেঈমান আবু জাফর বাংলাদেশী তাজকিরাতুল আউলিয়ার মধ্যে কয়েকজন বেদ্বীনের নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে। যেমন হাজী শরীয়তুল্লাহ, আশরাফ আলী থানুবী ও ইলিয়াস সাহেব ইত্যাদি। সুতরাং এই কিতাবখানা হাতে না নেওয়া উচিত। আসল তাজকিরাতুল আউলিয়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব মুজাদ্দিদ হওয়াতো দূরের কথা মুমিন হইয়া কবরে যাইতে পারেন নাই। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে অবমাননা মূলক উক্তি প্রকাশ করিবার কারণে উলামায় ইসলাম তাহাকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। তিনি না নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রমান করিতে পারিয়াছেন, না তিনি তওবাও করিয়াছেন। এইজন্য তাহাকে মুজাদ্দিদ বলা কিংবা তাহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া প্রচার করা গোমরাহী। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১০) মাওলানা মিরশাদ, ভাগাইল - বীরভূম। হুজূর! আমার একটি প্রশ্ন যে, এক ব্যক্তি একজন সুন্নী আলেমকে চাল্লিশা করিবার জন্য দাওয়াত দিয়াছেন। আলেম সাহেব বলিয়াছেন, ঐ দিনে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি দুইদিন পূর্বে করিয়া নিন। ইহাতে লোকটি বলিয়াছেন, আমি চল্লিশেই করিবো। ইহাতে আলেম সাহেব বলিয়াছেন, আপনি জিদ করিবেন না। জিদ করিয়া চল্লিশ করিলে হারাম হইবে। এখন প্রশ্ন হইল যে, সুন্নী আলেম সাহেব কি সঠিক কথা বলিয়াছেন?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। চল্লিশ সংখ্যার একটি বৈশিষ্ট রহিয়াছে। এইজন্য আউলিয়ায় কিরামগন

pdf By Syed Mostafa Sakib

চল্লিশের প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়াছেন। যাহার কারণে যুগ যুগ থেকে চালিশা করিবার ব্যাপক প্রচলন হইয়া রহিয়াছে। ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় সুন্নীদের বিরোধীতায় চালিশা করাকে বিদয়াত ইত্যাদি বলিয়া সমাজ থেকে এই প্রচলনকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চরম ভাবে উঠিয়া পড়িয়াছে। যদিও নির্ধারিত ভাবে চল্লিশ পালন করা ফরজ অয়াজিব নয়, কিন্তু নাজায়েজ হারামও নয়। কেহ যদি কোনো মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব জানিয়া জোর দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নাজায়েজ হারাম হইয়া যাইবে না। বর্তমানে যে সমস্ত মুস্তাহাব জিনিষ সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গিয়াছে সেই জিনিষগুলিকে জোর করিয়া জিদ করিয়া চালু রাখিবার চেষ্টা করা জরুরী। ইহাকে কখনোই হারাম বলিয়া ফতওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না। মাওলানা ভুল কথা বলিয়া দিয়াছেন। যেহেতু তিনি একজন সুন্নী আলেম। এই কারণে তাহার উচিত, কথা না বাড়াইয়া নিজের ভুলকে স্বীকার করিয়া নিয়া লোকটিকে বুঝাইয়া বলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া নিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১১) বদরুদ্দোজা, মরারই - বীরভূম। একটি ছাগল বাচ্চা বেলায় কুকুরের দুধ খাইয়া ছিল। এখন সেই ছাগলের কোরবানী জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দাতা। এই ছাগলের কোরবানী করা জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১২) আবু কালাম, গঙ্গাপ্রসাদ - মালদা। হুজূর! একজন মহিলা হজে যাইতে চাহিতেছে। তাহার স্বামী নাই। ভাসুরের ছেলের সহিত যাইতে চাহিতেছে। যাইতে পারিবে কিনা? এখন তাহার বয়স প্রায় ষাট।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দাতা। পর পুরুষের সহিত হজে যাওয়া জায়েজ হইবে না। প্রতি পদক্ষেপে গোনাহ হইবে। যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম এই প্রকার পুরুষের প্রয়োজন। এই প্রকার পুরুষ না পাইলে এবং হজে যাইবার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হইলে একটি মাত্র রাস্তা রহিয়াছে, যাহা সহজে সমাজ মানিয়া নিতে পারিবে না। কিন্তু আল্লাহর ভয় থাকিলে মানিয়া নিতে বাধ্য। তাহা হইল, যাহার সহিত যাইবে তাহার সহিত বিবাহ করিয়া নিতে হইবে। এই ব্যাপারে এবং হজের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে আমার লেখা - "মক্কা ও মদীনার মুসাফির" অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। কারণ, বর্তমানে যতগুলি 'হজ গাইড' বাহির হইয়াছে সেগুলি খাঁটি সুন্নীদের নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৩) ডাক্তার আব্দুস সালাম, ইসলামপুর - মুর্শিদাবাদ। হজের দিনগুলিতে কাবার ইমাম কয়টি খুতবাহ দিয়া থাকেন? তাঁহার খুতবাহ শোনা কি জরুরী?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কাবা শরীফের ইমাম তিন দিন খুতবাহ দিয়া থাকেন। ৭ই জিলহাজ মক্কা শরীফে একটি খুতবাহ দিয়া থাকেন। এই খুতবার মাঝখানে বসিবার কিছুই নাই। দ্বিতীয় খুতবাহ ৯ই জিলহাজ আরফাতে দুইটি খুতবাহ দিবেন। এই দুই খুতবার মাঝখানে বসিতে হইয়া থাকে এবং এই দুই খুতবাহ নামাজের পূর্বে পাঠ করিতে হয়। এই খুতবার মধ্যে থাকে আরফায় ও মুজদালফায় অবস্থান, পাথর নিক্ষেপ, কোরবানী, মাথা নেড়া ও তওয়াফে যিয়ারত সম্পর্কে মসলা মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া। তৃতীয় খুতবাহ ১১ই জিলহাজ মিনা শরীফে। এই খুতবাতেও বসা নাই। কাবা শরীফের বর্তমান ইমামগন হইলেন ওহাবী। তাহাদের পিছনে না নামাজ জায়েজ, না তাহাদের খুতবাহ শোনা জরুরী। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৪) আবু জাফর, নবদ্বীপ - নদীয়া। হুজূর! আমরা এ বৎসর বারই রবীউল আওয়ালের জুলূস বাহির করিয়া ছিলাম। জুলূস বাহির করিবার জন্য আমরা কালেকশান করিয়া ছিলাম যে, কিছু টাকা বাঁচিয়া গেলে সেগুলি মসজিদে জমা করিয়া দিবো। আমাদের কিছু টাকা পয়সা বাঁচিয়া গিয়াছে। এখন মসজিদে দান করিয়া দেওয়া হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। জুলূস বাহির করিবার কথা শুনিয়া খুশি হইলাম। বর্তমানে ইহা সুন্নীদের একটি আলামত হইয়া গিয়াছে। হ্যাঁ, জুলূসের জন্য কালেকশন করা বাড়তি টাকা পয়সা মসজিদে দান করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৫) শামশের আলাম, খর্জুনা - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আজ আমাদের জালসা। একজন অমুসলিম একটি খাসী দান করিয়াছে। সেই খাসী আমরা জবাহ করতঃ আলেমদের খাওয়াইতে পারি কিনা?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- দ্বীনের কাজে অমুসলিমের নিকট থেকে দান খয়রাত না নেওয়াই উত্তম। খাসীটি বিক্রয় করিয়া দিয়া জালসার অন্যখাতে খরচ করিয়া দিবেন। আলেমদের জন্য নিজেদের পয়সায় খরচ খরচা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৬) মাওলানা মনীরুল ইসলাম, জোড়গাছা - মুর্শিদাবাদ এবং মাওলানা আবুল হোসেন - উত্তর ২৪ পরগনা। হুজূর! আমি মনীরুল ইসলাম বলিতেছি, মাওলানা আবুল হোসেন সাহেব বলিতেছেন, একজন মহিলা কসম করিয়া বলিতেছে যে, তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়াছে কিন্তু স্বামী তাহা অস্বীকার করতঃ বলিতেছে যে, আমি তালাক দিই নাই। এখন ইহাদের ফায়সালা কি হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আল্লাহ তায়ালা তালাক দেওয়ার অধিকার পুরুষকে দান করিয়াছেন। সুতরাং সেই যদি তালাক দিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তালাক হইবে। অন্যথায় সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে। মহিলা যদি দুইজন পরাহিজগার পুরুষ সাক্ষী পেশ করিয়া দিতে পারে কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী পেশ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে স্বামী অস্বীকার করিলেও তালাক হইয়া যাইবে।

যদি স্ত্রীর কথা সত্য হইয়া থাকে যে, স্বামী তাহাকে তিন তালাকই দিয়া অস্বীকার করিতেছে, তাহা হইলে এই স্বামীর নিকট থেকে কোনো প্রকারে সম্পর্ক ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথাসাধ্য স্বামীকে সহবাস করিতে দিবে না। যদি ইহাও সম্ভভ হইয়া না থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার দিকে তাকাইয়া থাকা ছাড়া কোন উপায় নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৭) আজীবুর রহমান, পরানপুর - নদীয়া। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা যাইবে কিনা? ব্যাঙ্কের সুদের টাকা খাওয়া ও তাহা দ্বারা হজ করা যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ, ইহাতে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়া থাকে। মালিকের কিছুই লাভ নাই। কারণ, ব্যাঙ্ক যখন মালিককে টাকা ফেরৎ দিয়া থাকে এবং তাহাতে যে লভ্যাংশ দিয়া থাকে, তখন টাকার মূল্য অনেক কম হইয়া থাকে। এইজন্য যথা সাধ্য ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাইহোক, ব্যাঙ্ক থেকে যে লভ্যাংশ পাওয়া যাইয়া থাকে তাহা সুদে গন্য নয়। অতএব, ঐ টাকা খাওয়া ও তাহা দ্বারা হজ করা জায়েজ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - "ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ" পাঠ করিবেন।

(১৮) সিরাজুল ইসলাম, হিমচী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। হুজূর! আমাদের গ্রামে মীলাদ করিতে আসিয়া ছিল কয়েকজন মৌলবী সাহেব। ইহারা কোলকাতার তালতলা ভক্ত মৌলবী। ইহারা হজরত আমীরে মুয়াবিয়াকে কাফের ও রসূলের দুশমন বলিয়া গিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, বেরেলবী আলেমদিগকে মানা যাইবে না। এখন আমাদের প্রশ্ন হইল যে, হজরত মুয়াবিয়া সম্পর্কে যে মৌলবী সাহেবরা এই প্রকার কথা বলিয়া গিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ফতওয়া কি হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যাহারা হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে কাফের বলিয়াছে তাহারা কোন মৌলবী নয়, বরং তাহারা হইল শীয়া শয়তান ও জাহান্নামের কুকুর। হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন অহীর লেখক। হুজূর পাক তাঁহার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিয়া ছিলেন। তাঁহার সাহাবীয়াতে দুনিয়ার সমস্ত আইম্মায়ে দ্বীন একমত। বিশেষ করিয়া চার ইমামের মধ্যে কেহ একটি অক্ষরের বিরোধীতা করেন নাই। অনুরূপ পীরানে পীরগনের মধ্যে কেহ তাঁহার সম্পর্কে একটি কুকথা বলেন নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৯) মোহাম্মাদ আলিফ, ছয়ঘরী - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আপনার নামাজ শিক্ষায় দরূদে ইবরাহিমীর মধ্যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামের পূর্বে 'সাইয়েদিনা' শব্দ বেশি রহিয়াছে - 'সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন' ও 'সাইয়েদিনা ইবরাহীম'। অনেকে বলিতেছে ইহাতে নামাজ হইবে না। এই কথার পিছনে দুই একজন দেওবন্দী আলেমের প্ররোচনা রহিয়াছে। আপনার নামাজ শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে দরূদে ইবরাহিমীতে 'সাইয়েদিনা' শব্দ রহিয়াছে কিনা?

উত্তর ঃ- হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিংবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর নামের পূর্বে 'সাইয়েদিনা' শব্দ যোগ করতঃ দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিলে নামাজ হইবে না বলা জাহেলী ও গোমারাহী। কারণ, প্রথম কথা হইল যে, নামাজের মধ্যে দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করা ফরজ নয় অনুরূপ অয়াজিব নয়। সুতরাং নামাজ না হইবার কোনো কারণ নাই। দ্বিতীয় কথা হইল যে, কোনো কিতাবে কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লী আলা সাইয়েদিনা মোহাম্মাদিন' বলিলে নামাজ বাতিল হইয়া যাইবে কিংবা নামাজে সাজদায়ে সাহু করিতে হইবে। তৃতীয় কথা হইল যে, সাধারণতঃ 'সাইয়েদিনা' শব্দ লাগাইয়া দরূদ শরীফ পাঠ করা হইয়া থাকে - আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়েদিনা মাওলানা মোহাম্মাদ। তবে আমি আমার নামাজ শিক্ষাতে দরূদে ইবরাহিমীর মধ্যে যে সাইয়েদিনা শব্দ দিয়াছি তাহা নিম্নের কিতাবগুলিতে রহিয়াছে -

(ক) ইজাহুশ্ শুকুরী শারহে কুদূরী প্রথম খণ্ড

(খ) বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা

(গ) জান্নাতী জেওর ২১০ পৃষ্ঠা

(২০) শরীফুল, সুপারিগোলা - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! 'রাদী আল্লাহু আনহু' শব্দের অর্থ কী এবং ইহা কাহাদের নামের পরে লাগানো হইয়া থাকে?

উত্তর ঃ- 'রাদী আল্লাহু আনহু' এর অর্থ আল্লাহু তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা সাহাবায় কিরামদিগের জন্য বিশেষ ভাবে এবং আউলিয়ায় কিরামদিগের জন্য বলা বা লেখা জায়েজ।

(২১) আব্দুস সামাদ চৌধুরী, হড়হড়ি - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আমি ধুলিয়ানে জোহরের নামাজ পড়িয়াছি। জোহরের নামাজের পরে পরেই কিছু মানুষ আসরের নামাজ নিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছে, পরে সময় পাওয়া যাইবে কিনা, তাই পড়িয়া নিলাম। আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দাতা। এক নামাজের সময়ের মধ্যে অন্য নামাজ পড়িয়া নেওয়া নাজায়েজ। যথা, জোহরের অয়াক্তে আসর পড়িয়া নেওয়া নাজায়েজ। তবে এইরূপে দুই অয়াক্তের নামাজ একসঙ্গে পড়িয়া নেওয়া জায়েজ। যেমন জোহরের শেষ অয়াক্তে জোহরের নামাজ এবং আসরের প্রথম অয়াক্তে আসরের নামাজ। বাহ্যিক দুই অয়াক্তের নামাজ এক সঙ্গে পড়িয়া নেওয়া হইল কিন্তু বাস্তবে জোহরকে জোহরের অয়াক্তে এবং আসরকে আসরের অয়াক্তে আদায় করিয়া নেওয়া হইল। এই প্রকারে দুই অয়াক্তের নামাজকে মিলাইয়া পড়াকে 'জামউ বাইনাস সলাতাইন' বলা হইয়া থাকে। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ইহার ভুল ব্যাখ্যা করতঃ অয়াক্ত আসিবার পূর্বে একাধিক অয়াক্তের নামাজ আদায় করিয়া নিয়া থাকে। ইহা এই সম্প্রদায়ের গোমরাহী।

(২২) আহমাদ রেজা, ডাক বাংলা এলাকা - মুর্শিদাবাদ। হুজূর! আমার বোন আমার দুলহা ভায়ের সহিত হজ করিতে যাইবার জন্য পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নিয়াছে। একজন ওহাবী মৌলবী আমার বোনকে ভয় দেখাইয়া দিয়াছে যে, আজকাল হজে ব্যাপক ভিড় হইতেছে। পর পুরুষের ধাক্কা থেকে বাঁচা সম্ভব হইবে না। সুতরাং হজে গিয়া পাপ না কুড়াইয়া বাড়িতে বসিয়া আল্লাহ আল্লাহ করা ভাল। এখন আমার বোন চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। আর এক ব্যক্তি তাহার দুই স্ত্রী রহিয়াছে। তিনি তাহার দুই স্ত্রীকে নিয়া হজে যাইতে বাধ্য, না এক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়া যাইতে পারে? আমরা আপনার কথামত কাজ করিব।

উত্তর ঃ- একমাত্র তাওফীকদাতা আল্লাহ তায়ালা। যদি হজ করা ফরজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর সহিত যাওয়া সবচাইতে নিরাপদ। হজ ফরজ না হইলেও স্বামীর সহিত যাওয়া নাজায়েজ নয়। সেখানে মানুষের ভিড় হইবার কারণে হজ ত্যাগ করা গোনাহ হইবে। যথাসাধ্য নিজে হিফাজত হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শরীয়তের কোন মসলা ওহাবী দেওবন্দী মৌলবীদের নিকট জানিতে চাওয়া নাজায়েজ।

যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাদের সবাইকে রাখিয়া একা হজে যাওয়া জায়েজ। দুইজনকে সঙ্গে নিয়া যাওয়া উত্তম। সম্ভব না হইলে দুইজনের মধ্যে লটারী করতঃ যাহার নাম বাহির হইবে তাহাকে সঙ্গে নিয়া যাইবে। ইহাতে কাহার কিছু বলিবার থাকিবে না। তবে স্বামী তাহার সুবিধা মতো যদি একজনকে নিয়া যাইতে চাহিয়া থাকে তাহাও জায়েজ হইবে। আর যদি এইরূপ হইয়া থাকে যে, দুই স্ত্রীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে একজনের উপরে হজ ফরজ, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে নিয়া যাওয়া জরুরী। হজ কিংবা উমরাতে যাইতে হইলে আমার লেখা - "মক্কা ও মদীনার মুসাফির" অবশ্যই সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৩) আব্দুল কাদের, ঢোলা মাদার পাড়া এলাকা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। হুজূর! এক ব্যক্তি তাহার একটি দুই মাসের ছাগল গাজী বাবার নামে দিতে চাহিয়াছে। এখন এই ছাগলটি গাজী বাবার নামে দিতে পারিবে কিনা। অনেকে বলিতেছে, পীর ওলীর নামে কিছু দিতে নাই।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা হইলেন তাওফীকদাতা। আজকাল গাজী বাবার নামে, খাজা বাবার নামে মোরগা ও খাসী দেওয়ার যে নিয়াত করিয়া থাকে তাহা শরীয়তের দিক দিয়া মান্নাতে গন্য নয়। বরং এইগুলি হইল প্রচলিত মিন্নাত। এইজন্য ছাগল, গরুর পূর্ণ বয়স হইবার কোন প্রয়োজন নাই। এইগুলি আসলে পীর ওলীদের নামে ইসালে সওয়াব। এই মাংস সবাই খাইতে পারিবে। জাহেলদের কথায় কান দিতে নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৪) মাওলানা জসীমুদ্দীন, খড়গ্রাম পার্বতীপুর - মুর্শিদাবাদ। আমরা যে সমস্ত দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকি - দরূদে আকবার, দরূদে তাজ ইত্যাদি। এই দরূদগুলি সম্পর্কে এক ওহাবী 'লোক বলিতেছে, কোন্ হাদীসে রহিয়াছে? দরূদে ইববাহিমী ছাড়া কোন দরূদ নাই। এই দরূদে ইবরাহিমী ছাড়া অন্য কোন দরূদ পড়া চলিবে না। দয়া করিয়া একটি উত্তর লিখিয়া দিয়া দিন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ইসলামের সঠিক অর্থে ওহাবীরা মুসলমান নয়। তাহাদের সব কথায় কান দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরাহ আহযাবের মধ্যে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ সালাম পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু সেই দরূদ কেমন হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই। বরং বান্দার মর্জির উপরে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং বান্দা যেমন ভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহা আল্লাহ তায়ালা কবূল করিয়া নিবেন। এইজন্য ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার সমস্ত মুহাদ্দিস হাজার হাজার বার হুজূর পাকের প্রতি দরূদে ইবরাহিমী না পড়িয়া কেবল একটি দরূদ পড়িয়াছেন - সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। এখানে ওহাবী কি জবাব দিবে? আল্লাহ তায়ালা যেখানে রসূল পাকের প্রতি দরূদ পড়িতে বলিয়াছেন সেখানে দরূদে ইবরাহিমী চাহেন নাই। যদি কেহ বলিয়া থাকে যে, আয়াত পাকে দরূদে ইবরাহিমী উদ্দেশ্যে, তাহা হইলে কোরয়ান পাক অথবা হাদীস শরীফ হইতে দেখাইতে হইবে। যে দরূদের নাম ইবরাহিমী তাহাতো হুজূর পাকের তৈরি করা। হজরত ইবরাহীম যেহেতু হুজূর পাকের জন্য দোয়া করিয়া ছিলেন। এইজন্য হুজূর পাক তাঁহার অবদানকে আদায় করিবার জন্য উম্মাতের উপরে নামাজের মধ্যে দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিতে নির্দেশ করিয়াছেন। দরূদে ইবরাহিমী ছাড়া অন্য কোন দরূদ পাঠ করা চলিবে না, ইহা কোরয়ান ও হাদীসে কোন্ জায়গায় বলা হইয়াছে? শয়তানের শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিবেন। সমস্ত মুহাদ্দিস - সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পড়িয়া কি ভুল করিয়াছেন? শয়তানের শিষ্য যখন হুজূর পাকের নাম নিয়া থাকে তখন দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিয়া থাকে, না - 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম" পড়িয়া থাকে? তাফসীরে রূহুল বাইয়ান ইত্যাদি কিতাবে দরূদে তাজ ও আরো বহু দরূদ লেখা রহিয়াছে। আউলিয়ায় কিরাম দরূদের কিতাবও লিখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

খানকায়ী পীরদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গে ছোট বড় শতাধিক খানকা রহিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ এই খানকাগুলির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছে। তাই খানকায়ী পীর সাহেবগণের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ যে, আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে প্রকৃত সুন্নীয়াতের খাদেম হইয়া আপাপন খানখা শরীফকে পরিচালনার চেষ্টা করিবেন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে খানকাগুলি খালি হইয়া যাইবে। ইহা তো অস্বীকার করিবার নয় যে, এতদিন পর্যন্ত ইসলামের আধ্যাত্মিক কাজটি আউলিয়ায় কিরামদিগের খানকাগুলির মাধ্যমে চলিয়া আসিতেছে। আজ বাতিল ফিরকাগুলি খানকাগুলির শত্রু

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ইহাদের হাত থেকে খানকাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কিছু কাজের একান্ত প্রয়োজন। সেই কাজগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

(ক) সমস্ত খানকা তরীকাতের পথ নিয়া চলিতেছে। কিন্তু সমস্ত খানকার তরীকা এক নয়। কোনটি ক্বাদেরীয়া তরীকার খানকা, কোনটি চিশতীয়া তরীকার খানকা ইত্যাদি। তবে সবার পথ যখন এক, তখন সবার মত তো একই থাকিতে হইবে! কোন খানকা কোন খানকার বিরুদ্ধে যাইবে না। কিছু ছোট খাটো জিনিষে মত পার্থক্য থাকিলে আল্লাহর অয়াস্তে তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) প্রতিটি খানকাকে শরীয়ত অনুযায়ী সাজাইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে বাতিল ফিরকাগুলি চোখ তুলিয়া কিছু বলিবার সুযোগ না পাইয়া থাকে।

(গ) খানকা থেকে কেবল মুরীদ করিবার কাজ চলিতে থাকিবে এমন কথা নয়, বরং মুরীদগণকে পুরাপুরি শরীয়ত ও তরীকাতের উপরে দাঁড় করাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে। যেন মানুষ একজন মুরীদকে দেখিয়া তাহার পীরের খোঁজ করিয়া থাকে। মুরীদগণকে আকীদাহ সম্পর্কে সবসময়ে সজাগ রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রতিটি খানকা থেকে 'মাসলাকে আ'লা হজরত' ব্যাপক থেকে ব্যাপক প্রচার চালাইতে হইবে। অন্যথায় খানকার ভিত দুর্বল হইয়া যাইবে। সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে আমাদের আকীদার মারকায হইল বেরেলী শরীফ। মাসলাকে আ'লা হজরত হইল আমাদের ঈমান ও আমল। মাসলাকে আ'লা হজরতের বিরোধীতা করা হইল গোমরাহী। যে খানকা মাসলাকে আ'লা হজরতের বিরোধীতা করিবে সে খানকা অবশ্যই ধ্বংস হইবে। আমার জানার মধ্যে এমন অনেক খানকা রহিয়াছে, যেগুলি আর খানকা নাই, ভুতের বাঁসা হইয়া গিয়াছে। খানকাগুলিকে তাবলিগী জামায়াত দখল করিয়া নিয়াছে।

(ঙ) মুরীদগনের মাধ্যমে সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসা মকতাবে সালাম কিয়াম চালু করিয়া দিন। দাফনের পরে আজান চালু করিয়া দিন। প্রতিটি মসজিদে আজানের পরে ও জামায়াতের পূর্বে সলাত পাঠ চালু করিয়া দিন। বসিয়া তাকবীর শুনিবার নির্দেশ দিয়া দিন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুবারক নাম শুনিলে চুম্বন দেওয়া অভ্যাস করিয়া দিন। রেজবী টুপী ও বর্কাতী টুপীর কথা বলিয়া দিন। নেট বা ছাকনী জাল যাহা আজকাল দেওবন্দীদের পরিধান করিতে দেখা যাইতেছে, এই টুপীকে পরিধান করিতে কঠিন ভাবে নিষেধ করিয়া দিন। কেবল গোল দেখিলে হইবে না। এই জাল গোলের ভিতরে যত গণ্ডোগোল। আপনি অন্য গোল টুপী পরিধান করিবেন। এই কাজগুলি মোটামুটি চালু করিতে পারিলে এলাকা ও মসজিদগুলি সুন্নীদের দখলে থাকিয়া যাইবে।

(চ) মুরীদ মহলে বলিয়া দিন, যাহাতে প্রতিটি মসজিদে সুন্নীদের কিতাব পত্র পড়া শোনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রতিটি মসজিদে ফায়যানে সুন্নাত নিয়মিত পড়া শোনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রতিটি মসজিদে 'কানযুল ঈমান' অবশ্যই রাখিবার কথা বলিয়া দিবেন।

(ছ) মুরীদদিগের খোঁজ খবর নেওয়া পীরের একান্ত কর্তব্য। কোন্ মুরীদ কোথায় থেকে আসিতেছেন, তাহার দেশের অবস্থা কি! যদি মুরীদের দেশ ওহাবী দেওবন্দীদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি কি প্রকারে নামাজ রোজা করিবেন সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া দিন। কারণ, ওহাবী দেওবন্দীদের পিছেনে নামাজ পড়া ও না পড়া সমান। যদি মুরীদের দেশে দুই রকম থাকে, তাহা হইলে সেই ভাবে পরামর্শ দিয়া দিন যে, যথা সম্ভব মসজিদ নিজেদের দখলে আনিবার চেষ্টা করিবে। ইহা একেবারে অসম্ভব হইয়া গেলে এবং মসজিদের ইমাম যদি ওহাবী দেওবন্দী হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেদের মসজিদ করিয়া নেওয়ার উদ্যোগ নিতে বলিবেন।

রেজা লাইব্রেরী

কয়থা, নলহাটী - বীরভূম। শুজাউদ্দীন (ওরফে শিপন) শেখ তাহার প্রতিবেশি বন্ধু বান্ধব তরুণ যুবকদের নিয়া 'রেজা লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠাতা করিয়াছে। এই লাইব্রেরীতে আহলে সুন্নাতের বহু বই পুস্তক সংগ্রহ করিতে চলিয়াছে। নিজেদের মধ্যে নিয়মিত পড়া শোনা করিবার উদ্যোগ নিয়াছে। পাশ্ববর্তী গ্রাম গুলির তরুণ যুবকদের সহিত যোগাযোগ শুরু করিয়া দিয়াছে, যাহাতে তাহারা রেজা লাইব্রেরীর সহিত যোগাযোগ রাখিয়া থাকে। কেবল এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাইব্রেরী নয়, বরং তাহারা সামাজিক উন্নয়নমূলক কিছু কাজ করিবার উদ্যোগও নিয়াছে। আমার স্নেহের শুজাউদ্দীন ওরফে শিপন শেখ তথা লাইব্রেরীর সমস্ত সদস্যদের জন্য আমার আন্তরিক দোয়া যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাহাদিগকে দ্বীনের উপরে দৃঢ় রাখিয়া দুনিয়াবী জীবন শান্তিময় করিয়া দিয়া থাকে না।

আমরা মুকাল্লিদ কেন?

যেহেতু কোরয়ান হাদীস মহা সমুদ্র অপেক্ষা গভীর। আর আমরা হইলাম সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ। তবে কেমন করিয়া সম্ভব যে, আমরা আমাদের ইসলামী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়গুলি অতল সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করিয়া আনিবো! হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন মুসলমান পেশাব পায়খানা করিবার যথাযত আদব কায়দা সম্পর্কে অবগত নয়। হাদীস শরীফ তো দূরের কথা, কোরয়ান শরীফ যাহা সকাল সন্ধ্যায় তিলাওয়াত করিবার জিনিষ তাহা তো সবার পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে না। কোরয়ান ও হাদীস তো দূরের কথা, কেবল কোরয়ান ও হাদীসের শাব্দিক অর্থটুকু জানা নাই হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন মানুষের। ইহার পরে কোন্ সাহসে অতল সমুদ্রে ঝাঁপাইতে যাইবো! সেই বোকার বোকা, যাহার কাছে নিজের প্রাণের মূল্যবোধ নাই, সেই মুক্তা সংগ্রহ করিবার জন্য মহা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাইবে। শেষ পর্যন্ত মুক্তা তো সংগ্রহ হইবে না, কেবল অকারণ প্রাণ চলিয়া যাইবে। মুসলমানের কাছে প্রাণ অপেক্ষা ঈমানের মূল্য অনেক বেশি। যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়, সেই সমুদ্রে যদি মুক্তার জন্য ঝাঁপ দেওয়া বোকামি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায় না সেই সমুদ্রে মসলার জন্য ঝাঁপ দেওয়া কেমন হইবে? মুক্তার জন্য মহাসাগরে ঝাঁপ দিলে প্রাণ যাইবে। আর মসলা বাহির করিবার জন্য কোরয়ান ও হাদীসের অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে ঈমান হারাইতে হইবে। এই চিন্তা ভাবনায় আমরা একটি সহজ থেকে সহজ পথ অবলম্বন করিয়া নিয়াছি, তাহা হইল একজন জগত বিখ্যাত ইমামের তাকলীদ। তাকলীদের অর্থ হইল এক রকম অন্ধবিশ্বাস। বিনা যাঁচাইয়ে ইমামের কথা মানিয়া নেওয়া। যাহারা এই প্রকার বিনা যাঁচাইয়ে কোন একজন ইমামের কথা মানিয়া নিয়া থাকে, তাহাদের বলা হইয়া থাকে মুকাল্লিদ। বিশ্ব মুসলিম যাহাদের তাকলীদ মানিয়া নিয়াছে তাহারা হইলেন চারজন ইমাম - ইমাম আ'যম আবু হানীফা, ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল রাহিমা হুমুল্লাহ। আমরা ইমাম আবু হানীফার মুকাল্লিদ। তাঁহার পর থেকে এ পর্যন্ত কেহ তাঁহার থেকে কোরয়ান হাদীসের বেশি বুঝদার পয়দা হয় নাই।

অখণ্ড ভারত প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত হানাফী প্রধান দেশ। এই দেশে কেবল কেরালা ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের অস্তিত্ব নাই। কেরালায় কিছু শাফয়ী রহিয়াছে। আমাদের দেশে আজ যাহারা মাযহাব বিরোধী আন্দোলন শুরু করিয়া দিয়াছে তাহাদের জন্ম খুব বেশি দিন নয়। দুইশত বৎসরের ভিতরে কয়েকবার নিজেদের রঙ পরিবর্তন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়া নাম নিয়াছে 'আহলে হাদীস'। গোমরাহ সম্প্রদায় কোরয়ানকে বাদ দিয়া আহলে হাদীস হইয়াছে। ইহাদের দাবী, কোরয়ান হাদীস থাকিতে ইমাম মানিতে যাইবো কেন? কথায় কথায় বলিয়া থাকে, ইহা কোন্ হাদীসে রহিয়াছে? গোমরাহদের না পেশাব পায়খানার সিস্টেম জানা রহিয়াছে, না অজু নামাজের নিয়ম! আবার আহলে হাদীস সাজিয়া বসিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আমার মুকাল্লিদ হানাফী ভাই! আপনি হাতে গুনিয়া এক হাজার দাবীদার আহলে হাদীসকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, একজনের নিকট থেকে উত্তর পাইবেন না - এক ব্যক্তি ভুল করিয়া সূরাহ ফাতিহার সহিত সূরাহ মিলায় নাই, আর এক ব্যক্তি রুকু সিজদার তাসবীহ পাঠ করে নাই, আর এক ব্যক্তির একটি সিজদা করা হয় নাই, আর এক ব্যক্তি আত্তাহিয়াতু পাঠ করে নাই, আর এক ব্যক্তি দরূদে ইবরাহিমী পড়ে নাই; এই ভুল গুলির কারণে তাহাদের নামাজের অবস্থা কাহার কি হইবে? সবার ভুল তো এক প্রকারের নয়। যাহা বলিবে তাহা কিন্তু হাদীস থেকে দেখাইয়া দিতে হইবে। এই ধরনের প্রশ্ন শত শত হইতে পারে কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেগুলির উত্তর সরাসরি না কেহ কোরয়ান থেকে দেখাইতে পারিবে, না হাদীস থেকে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ শাস্ত্রের কাছে শত শত প্রশ্ন নয় বরং কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত যত রকমের প্রশ্ন করা হইবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাইবে। কারণ, ইমাম আবু হানীফা কোরয়ান ও হাদীস থেকে মসলা বাহির করিবার জন্য বহু ফরমূলা তৈরি করিয়া দিয়াছেন, যেগুলি সামনে রাখিয়া যুগে যুগে ফকীহগন শত শত নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান করিয়া চলিয়াছেন। গোমরাহ সম্প্রদায় বিশ্ব মুসলিমদের পথ থেকে সরিয়া জাহান্নামের রাস্তা ধরিয়াছে। যেমন ত্বাহত্বাবী শরীফের মধ্যে বলা হইয়াছে, বর্তমানে নাজাত প্রাপ্ত জামায়াত হইল চারটি মাযহাবের সমষ্টি - হানাফী, মালিকী, শাফয়ী ও হাম্বালী। এই চার মাযহাবের বাহিরে যে চলিবে সে হইল বিদয়াতী ও জাহান্নামী।

মুহার্রমের মাতম

শীয়া সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের অনেক মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনেক কাজ সুন্নীদের একাংশ নাদানী করিয়া মানিয়া নিয়া থাকে। আজকাল মুহার্রমের নামে বহু বাতিল কাজ হইয়া চলিয়াছে। শীয়াদের যে মাতম সিস্টেম তাহা শরীয়তের নজরে কঠিন হারাম। তাহারা যে ভাবে মুহার্রম পালন করিয়া থাকে তাহা শরীয়তের নজরে অবৈধ হারাম। ঢোল ডাংকা ও মদে মাতলামীতে মত্ত হইয়া মেয়ে লোকদের নিয়া মেলা করিয়া থাকে। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! মোট কথা, বর্তমানে যেভাবে মুহার্রম পালিত হইতেছে তাহা থেকে যালেম এযীদের রূহ আনন্দ পাইবে।

সুন্নী মুসলমান! আজ যখন আপনারা 'মাসলাকে আ'লা হজরত' বলিয়া না'রা দিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তখন আবার কেন এযীদের আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে যাইবেন? আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান রিসালায় তা' জিয়াদারীর মধ্যে যে সমস্ত কাজকে বাতিল বলিয়া দিয়াছেন সেইগুলি করিয়া কেন মাসলাকে আ'লা হজরতকে কলংক করিতে যাইবেন? মাসলাকে আ'লা হজরত তো আয়না অপেক্ষা পরিস্কার। কেন আপনারা তাহাতে কাদা মাখাইতেছেন?

আপনারা মুহার্রমের রোজা রাখিবেন। এই রোজা স্বয়ং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাখিয়াছেন এবং সবাইকে রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই দিনে আলেম উলামাদের ডাকিয়া মীলাদ মাহফিলের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাদের জবান থেকে ইমাম হুসাইনের আদর্শের কথাগুলি শ্রবন করিবেন। তিনি দ্বীনের জন্য কেমন ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং আজ আমরা তাঁহার অনুসরণে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিতেছি পরীক্ষা করিয়া নিবেন। তবে মুহার্রমের খিচুড়ি করা অবশ্যই ভুলিবেন না। এই খিচুড়ি করিবার মধ্যে বহু পুরাতন একটি সুন্নাত আদায় হইয়া যাইবে। হজরত ইমাম হোসাইনের সহিত এই খিচুড়ির কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য দশই মুহার্রমের সহিত সম্পর্ক। ওহাবী দেওবন্দীরা আজকাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, হজরত হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহুকে শহীদ করিবার পরে এযীদের দল খিচুড়ি করিয়া ছিল। ইহা একটি মিথ্যা প্রচার মাত্র। আসল ঘটনা হইল, হজরত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা যেদিন জূদী পাহাড়ের পাদদেশে মাটিতে বসিয়া গিয়াছিল সেই দিনটি ছিল দশই মুহার্রম। তিনি অনেক দিন পরে মাটি পাইয়া ছিলেন এবং বহুদিন যাবৎ জলমগ্ন থাকিবার কারণে স্যাতসেতে ছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার নিকটে যত রকমের খাদ্য ছিল সবগুলি একসঙ্গে করিয়া পাকাইয়া নিয়া ছিলেন। যাহাকে আমরা খিচুড়ি বলিয়া থাকি। সুতরাং এই খিচুড়ি হইল হজরত নূহ আলাইহিস সালামের সুন্নাত। এখনো মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে খিচুড়ি পাকাইবার রেওয়াজ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া মিশরবাসীরা এই খিচুড়িকে তাবীখুল হুবুব বলিয়া থাকে এবং এখনো সেখানে এই খিচুড়ির রেওয়াজ রহিয়াছে। তাফসীরে রূহুল বা ইয়ান ও কালউবী কিতাবে এই ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণিত রহিয়াছে। বর্তমানে মুহার্রমের খিচুড়ি সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। ওহাবীরা বহু গ্রাম ও অনেক এলাকা থেকে মুহার্রমের খিচুড়ি ও শবে বরাতের হালুয়া রুটিকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বক্তাগণের প্রতি

আমরা কমবেশি সবাই দ্বীনের খিদমাত করিয়া চলিয়াছি। কেহ খানকায় বসিয়া, কেহ কিতাব পত্র লিখিয়া, আবার কেহ বক্তৃতা দিয়া। তবে সবচাইতে বেশি দৌড় ঝাঁপ করিয়া দ্বীন প্রচার করিয়া চলিয়াছেন বক্তাগন। তাঁহারা আজ এক প্রান্তে আবার কাল আর এক প্রান্তে। আর মাশা আল্লাহ, যেমন বক্তার অভাব নাই তেমন জালসারও অভাব নাই। প্রায় প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার সভা হইয়া থাকে। তবে আমাদের কথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কানে পৌছাইয়া দিতে দেরি হইবে কেন! একটি কথা একই রাতে হাজার হাজার মানুষের কানে তুলিয়া দেওয়া খুবই সহজ। তাই আমার শ্রদ্ধেয় বক্তাগণের কাছে আন্তরিক আবেদন করিতেছি যে, তাহারা যেন কেবল বক্তৃতা না বক্তৃতা করিয়া থাকেন না, বরং তাঁহারা প্রত্যেকেই আহলে সুন্নাতের দায়িত্বশীল হইয়া বক্তৃতা দিয়া থাকেন। অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের ময়দান ছোট হইয়া যাইবে। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায়ের দ্বারায় সুন্নীদের বিরুদ্ধে চরম অপ-প্রচার করা হইতেছে যে, সুন্নীরা আল্লাহর থেকে রসূলকে বড় করিয়া থাকে। নিশ্চয় ইহা একটি শয়তানী কথা। পীর পয়গম্বরদিগের তসীলা দেওয়া শির্ক। নিশ্চয় ইহাও একটি শয়তানী কথা। কোরয়ান হাদীস থাকিতে আমরা মাযহাব মানিতে যাইবো কেন! নিশ্চয় ইহাও একটি শয়তানী কথা। মোটকথা, সুন্নীদের সমস্ত আকীদাহ ও আমলের উপরে তাহাদের শির্ক ও বিদয়াতের ফতওয়া। তাই বলিতেছি, আমার সুন্নী বক্তাগন! আপনারা নিজেদের বক্তৃতার একটি অংশকে আকায়েদের উপরে আলোচনার জন্য ভাগ করিয়া নিবেন। কিংবা বক্তাগন একসঙ্গে বসিয়া কে কোন্ বিষয়ের উপরে আলোচনা করিবেন তাহা ঠিক করিয়া নিবেন। ইহাতে আপনাদের বক্তৃতা একেবারে এলোমেলো হইবে না। আল্লাহর রসূলের শান মান সম্পর্কে, শির্ক ও বিদয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে, তাকলীদ সম্পর্কে, ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাব সম্পর্কে ইত্যাদি বিষয়গুলির উপরে অবশ্যই আলোচনা হওয়া চাই।

শ্রদ্ধেয় ইমামগণ!

প্রতিটি গ্রামে আলেম নাই কিন্তু ইমাম রহিয়াছেন। সুতরাং ইমামদের সংখ্যা হাজার হাজার। তাহাদের দ্বারায়ও একটি বড় কাজ পাওয়া যাইবে। এই আশায় আমি আমার শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেবদের নিকটে আবেদন করিতেছি, তাহারা যেন কেবল নামাজ পড়াইয়া দেওয়া দায়িত্ব মনে না করিয়া থাকেন। আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে একটু সময় দিয়া গ্রামের তরুণ যুবকদের ডাকিয়া হাঁকিয়া মসজিদে আনিবার চেষ্টা করিবেন। তাহাদের সঙ্গে সামান্য সময় দিয়া আহলে সুন্নাতের আকায়েদ ও বাতিল ফিরকাগুলির আকায়েদ সম্পর্কে আলোচনা, করিতে থাকিবেন। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে 'ফায়যানে সুন্নাত' কিতাবখানা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। যদি কিতাবটির বাংলা অনুবাদ থাকে, তাহা হইলে নিজে না পড়িয়া কোন মাষ্টার, ডাক্তারকে দিয়া কিংবা স্কুল কলেজের কোন ছাত্রকে দিয়া পড়াইবেন। অনুরূপ পড়ার শেষে যখন কিয়াম করিয়া দিবেন তখন তাহাদের মধ্যে কাহারো হাতে মাইক ছাড়িয়া দিবেন। শেষে আপনি দোয়া করিয়া দিবেন। ইহাতে প্রত্যেকের মধ্যে আপনার কাজে সবার প্রেরনা চলিয়া আসিবে। আপনি মসজিদের মুসাল্লীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া একটি লাইব্রেরী খুলিবার পরামর্শ দিয়া দিবেন। জুময়ার খুতবার পূর্বে অবশ্যই কিছু মসলা মাসায়েল সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দিবেন। আপনাদের এই প্রচেষ্টার কারণে গ্রামগুলি সুন্নীয়াতের উপরে অটল থাকিতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে দ্বীনের কাজ করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের চারটি মাজহাব

প্রশ্ন ঃ- ইসলামের চারটি মাজহাব হইল কেন? এবং সেই মাজহাবগুলির নাম কি?

উত্তর ঃ- যেহেতু ক্বোরআন, হাদীস অতল সমুদ্র। এই অতল সমুদ্র হইতে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বড় বড় মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরের পক্ষে সম্ভব নয়। 'মুজতাহিদে মুত্‌লাক' বা স্বয়ংসম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছাড়া কোরয়ান হাদীস হইতে সরাসরি মসলা বাহির করা কাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল; এই চারজন স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ ছিলেন। এই চারজনই ক্বোরয়ান শরীফ, হাদীস শরীফ হইতে মসলা বাহির করিবার নিয়মাবলী আবিস্কার করিয়াছেন। এই প্রকারে ইসলামের মধ্যে চারটি মাজহাব হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন ঃ- চারজন ইমামের নাম কি? তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু কবে হইয়াছিল?

উত্তর ঃ- ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমান বিন হাম্বাল। ইমাম আবু হানীফার জন্ম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ কিতাবে তাঁহার জন্ম আশি হিজরীতে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কোন কোন কিতাবে সত্তর হিজরী বলা হইয়াছে। (নুযহাতুল কারী শরহে বোখারী) ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল দেড়শত হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম মালিকের জন্ম ৯০ হিজরী এবং মৃত্যু ১৭৯ হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরী এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে হইয়াছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের জন্ম ১৬৪ হিজরী এবং মৃত্যু ২০৪ হিজরীতে হইয়াছিল। (শামী) অবশ্য ইমাম আহমাদের পিতার নাম হাম্বাল নয়, বরং দাদার নাম হইল হাম্বাল। পিতার নাম মোহাম্মাদ। আরবের প্রথা অনুযায়ী মাজহাব দাদার দিকে সম্বোধন হইয়া গিয়াছে। (ফারহাঙ্গে আফসীয়া)

প্রশ্ন ঃ- ক্বোরয়ান শরীফ ও হাদীস শরীফ যথেষ্ট নয়? ইমাম মান্য করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ- পবিত্র ক্বোরয়ান ও হাদীস হিদায়েতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বুঝিবার জন্য যথেষ্ট নয়। সমুদ্র গর্ভে মুক্তা থাকে। কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্বোরয়ান ও হাদীসের সমুদ্রে মুক্তার ন্যায় মসলা রহিয়াছে। কিন্তু সবার পক্ষে বাহির করা সম্ভব নয়। তাই কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করতঃ মসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। এক কথায় ক্বোরয়ান ও হাদীস শরীফ সহজ সরলভাবে বুঝিবার জন্য কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ- কোনো ইমামের অনুসরণ না করিয়া সরাসরি ক্বোরয়ান ও হাদীস শরীফ হইতে মসলা গ্রহন করিলে কি দোষ হইবে?

উত্তর ঃ- বড় বড় মোহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরের পক্ষে যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা সাধারণের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! চার মাজহাব আহলে সুন্নাত। যাহারা চার মাজহাবের বাহিরে থাকিয়া সরাসরি ক্বোরয়ান ও হাদীস হইতে মসলা বাহির করিতে যাইবে, তাহারা গোমরাহ্, বিদয়াতী ও জাহান্নামী হইবে। (তাহতাবী)

প্রশ্ন ঃ- হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বহু পরে ইমামগণের জন্ম হইয়াছে এবং ইহার বহু পরে মাজহাব আবিস্কার হইয়াছে, তাহা হইলে ইমামদিগের অনুসরণ করা জরুরী কি করিয়া হইল? সাহাবাগণ কোন্ মাজহাব অবলম্বী ছিলেন?

উত্তর ঃ- যখন যাহার প্রয়োজন হয়, তখন তাহার অনুসরণ করা জরুরী হয়। যেহেতু সাহাবাগণ রসুলুল্লাহর খুব নিকটবর্তী ছিলেন, সেইহেতু তাঁহাদের যুগে মাজহাবের প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা সরাসরি আল্লাহর রসুলের নিকট হইতে ক্বোরয়ান ও হাদীস বুঝিয়া লইতেন। যখন ইসলামের বয়স হইতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম থেকে দূর হইতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে মাজহাবের প্রয়োজন হইয়া যথা সময়ে চার মাজার কায়েম হইয়া ক্বোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার পথ সহজ হইয়া গিয়াছে। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে ক্বোরয়ান শরীফে জের, জবর, পেশ ছিল না। যখন হুজুরের পর বিনা জের, জবরে ক্বোরয়ান শরীফ পাঠ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল তখন যথা সময়ে আরবী ব্যাকরণ আবিস্কার হইয়া গেল। বর্তমানে মানুষ আরবী ব্যকরণের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুসরণ করিতে বাধ্য। আরবী ব্যকরণ সর্ব প্রথম প্রাথমিক ভাবে আবিস্কার করিয়া ছিলেন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু। (মুকাদ্দামায় ইবনে খাল্লেদুন) যেহেতু রসুলুল্লাহর যুগে আরবী ব্যকরণ ছিল না, সেহেতু উহার অনুসরণ করা চলিবে না বলিলে বর্তমান যুগে একজনের পক্ষেও ক্বোরয়ান ও হাদীস পড়া সম্ভব হইবে না। যেমন ক্বোরয়ান ও হাদীস সঠিক ভাবে পড়িবার ও বুঝিবার জন্য আরবী ব্যকরণের অনুসরণ করা জরুরী, তেমনই ক্বোরয়ান ও হাদীস বুঝিবার জন্য এবং উহা হইতে মসলা বাহির করিবার জন্য ইমামগণের অনুসরণ করা জরুরী।

প্রশ্ন ঃ- যদি ইমামগণকে ও তাহার ফিকাহ শাস্ত্রকে মানিয়া চলা জরুরী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি কুরয়ান হাদীসে সব কিছু নাই?

উত্তর ঃ- কুরয়ান ও হাদীসে সব কিছু রহিয়াছে, কিন্তু সরাসরি নাই। সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম সূত্র রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া কুরয়ান ও হাদীস থেকে মসলা বাহির করা সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইহা স্বয়ং সম্পন্ন মুজতাহিদগণের কাজ। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ধৃত করিতেছি যেগুলির উত্তর কেহ সরাসরি কুরয়ান হাদীস থেকে দেখাইতে পারিবে না। কিন্তু আল হামদু লিল্লাহ ফিকহের কিতাবে সারা দুনিয়ার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। যদি কোন নতুন সমস্যা সামনে চলিয়া আসিয়া থাকে এবং সে সম্পর্কে ফিকহের কিতাবে উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় ফকীহ আলেমগণ উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন। কোন গায়ের মুকাল্লিদ দাবীদার আহলে হাদীস উত্তর দিতে পারিবে না। যেমন -

(১) যদি কোন মহিলার স্বামী শুকর হইয়া যায় অথবা বানর হইয়া যায় অথবা পাথর হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই মহিলা কি করিবে?

(২) যদি কোন মানুষের দেহ লম্বালম্বী ভাবে অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জানাজার হুকুম কী?

(৩) কেহ যদি পিতলের বদলে তামা অথবা তামার বদলে পিতল ক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে কি প্রকারে করিতে হইবে?

(৪) কোন চোর যদি কাহার সোনার চেন কাড়িয়া নিয়া গিলিয়া ফেলে, তাহা হইলে এই চেন আদায় করিবার উপায় কী?

(৫) অমুসলিম মহিলার পেটে মুসলমানের বাচ্চা থাকা অবস্থায় মরিয়া গেলে, যদি তাহার দাফন করা হইয়া থাকে, তবে কি প্রকারে দাফল করিতে হইবে?

(৬) যে ব্যক্তি কোন কিছুর মধ্যে চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে অথবা কুঁয়াতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বাহির করা সম্ভব হইতেছে না। অনুরূপ এক ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তুলিয়া আনা সম্ভব হইতেছে না। এখন ইহাদের জানাজার উপায় কী?

(৭) এক ব্যক্তি এক অয়াক্ত নামাজ কাজা করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু স্মরণ নাই যে, কোন্ অয়াক্তের নামাজ কাজা করিয়াছে। এখন এই ব্যক্তি কি প্রকারে নামাজ আদায় করিবে?

(৮) মরা মুরগীর পেট থেকে ডিম পাওয়া গেলে তাহা খাওয়া জায়েজ হইবে কিনা?

(৯) একজন কাফের ও একটি কুকুর পানির পিপাসায় ছটপট করিতেছে। এক ব্যক্তির কাছে সামান্য পানি রহিয়াছে, যাহা একজনের জন্য যথেষ্ট। এখন পানি কাফেরকে দিবে, না কুকুরকে দিবে?

(১০) একজন মহিলার প্রসব সম্পর্কে একজন পুরুষ সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। আর এক ব্যক্তি সাক্ষ প্রদান করিয়াছে যে, হঠাৎ আমার নজর পড়িয়া যাওয়ায় আমি প্রসব হইতে দেখিয়াছি। ইহাদের সাক্ষ গ্রহন যোগ্য হইবে কিনা? - আমি দাবী করতঃ বলিতেছি, উল্লেখিত প্রশ্ন গুলির মধ্যে কোন একটির জবাব সরাসরি কেহ কুরয়ান ও হাদীস থেকে দিতে সক্ষম হইবে না। এইবার বিবেচনা করিয়া বলুন - যাহারা বলিয়া থাকে যে, কুরয়ান হাদীস যথেষ্ট। ইমাম মানিবার প্রয়োজন নাই, তাহারা গোমরাহ কিনা?

প্রশ্ন ঃ- আমরা কোন্ মাজহাব অবলম্বী? আমাদের ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী শুনিতে চাই।

উত্তর ঃ- আমরা হানাফী মাজহাব অবলম্বী। আমাদের ইমাম আবু হানিফা ইরাকের কুফা নামক স্থানে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের সমুদ্রতুল্য আলেম ছিলেন। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। (ভ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উসুল, বাশীরুল কারী শরহে বোখারী) তাঁহার হইতে চার হাজার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দুই হাজার হাদীস তাঁহার উস্তাদ হজরত হাম্মাদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং দুই হাজার হাদীস তাঁহার অন্য শায়েখদিগের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। (মুকাদ্দামায় মোসনাসে ইমাম আ'জম মুতার্জাম) তিনি কোরয়ান ও হাদীস হইতে বারো লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক মসলা বর্ণনা করিয়াছেন। (সীরাতুন নোমান) তিনি কয়েকজন সাহাবার সহিত সাক্ষাত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার যুগে ১৮জন সাহাবা জীবিত ছিলেন। (শামী) তিনি চল্লিশ বৎসর ইশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। তিরিশ বৎসর ধারাবাহিক রোজা রাখিয়াছিলেন। পঞ্চান্নবার হজ করিয়াছিলেন। (আউলিয়া রিজালুল হাদীস) তিনি জীবনের শেষ হজ আদায় করিবার পর মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকায়াত নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। কেবল ডান পায়ের উপর দাঁড়াইয়া পনেরো পারাহ কোরয়ান শরীফ পাঠ করিয়া প্রথম রাকয়াত আদায় করিয়াছিলেন। অনুরূপ কেবল বাম পায়ের উপর দাঁড়াইয়া বাকী পনেরো পারাহ পাঠ করিয়া দ্বিতীয় রাকয়াত আদায় করিয়াছিলেন। ইহার পর কা'বা শরীফকে ধরিয়া বলিয়া ছিলেন - খোদা! তোমাকে চিনিবার মত চিনিয়াছি। কিন্তু যেভাবে তোমার ইবাদত করিবার ছিল, সেই ভাবে ইবাদত করিতে পারি নাই। আমাকে ক্ষমা করো। গায়েব হইতে আওয়াজ হইয়াছিল - আমাকে যেভাবে চিনিবার ছিল, তুমি আমাকে সেইভাবে চিনিয়াছো এবং ইবাদাত করিবার মতই করিয়াছো। আমি তোমাকে এবং তোমার মাজহাবের উপর যাহারা চলিবে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিলাম। (দুর্রে মুখতার)

অখণ্ড ভারত হানাফী

সুলতানী আমল থেকে আরম্ভ করিয়া মোঘল বাদশারা সবাই ছিলেন হানাফী। এক কথায় এই দেশ জন্ম লগ্ন থেকে হানাফী। বিশেষ করিয়া বাদশা ঔরঙ্গজেব আলামগীর রহমা তুল্লাহি আলাইহি কেবল নামে মাত্র হানাফী ছিলেন না। তিনি ছিলের যুগের মুজাদ্দিদ এবং কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে হানাফী শাসক। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় চুল বরাবর শরীয়তের খেলাফ ছিল না। তিনি বহু পয়সা ব্যয় করিয়া জগত বিখ্যাত উলামায় কিরামদিগের দ্বারায় লিখাইয়া ছিলেন 'ফাতাওয়ায় হিন্দীয়া'। এই বিশ্ব বিখ্যাত কিতাবটিকে ফাতাওয়ায় আলামগিরী বলা হইয়া থাকে। এই কিতাবখানা পুরাপুরি হানাফী মাযহাবের উপরে লিখিত। বাদশা আলামগীর ফাতাওয়ায় আলামগিরী লিখাইয়া কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত হানাফীদের ইসলামের উপরে জীবন যাপনের পথ এমনই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন যে, সারা দুনিয়ার হানাফীগন তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

এই দেশ যেমন মাযহাবের দিক দিয়া হানাফী তেমনই এই দেশের সমস্ত মানুষ - রাজা প্রজা সবাই তরীকাপন্থী। পীর দরবেশ মানাই হইল এই দেশের মানুষদের স্বাভাবিক স্বভাব। এই দেশের রাজা বাদশাগণ দিনে রাজা বাদশা হইয়া বাদশাহী করিয়াছেন, আবার রাতে কোন ফকীরের ঝুঁপড়িতে গিয়া তাহার পা দাবাইয়াছেন। এইজন্য আজ এই দেশে দেখা যাইতেছে পীর দরবেশদের হাজার হাজার খানকা ও আস্তানা। যদি মাযহাব ও তরীকা ইসলামের সঠিক পথ না হইতো, তাহা হইলে এ পর্যন্ত এইগুলির অস্তিত্ব থাকিত না। এখনো মানুষ অখণ্ড ভারতে হানাফী প্রধান ও তরীকাপন্থী হইয়া রহিয়াছেন। এখনো হাজার হাজার মানুষ পীর ওলীদিগের হাতে বায়েত গ্রহন করতঃ আউলিয়ায় কিরামদিগের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। আউলিয়ায় কিরামদিগের দরবারে হাজার হাজার মানুষের ভিড় লাগিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মাযহাব ও তরীকার পথ ত্যাগ করাই যে গোমরাহী তাহাতে সন্দেহ নাই।

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে অস্সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

মূল্য - ১২